মহামোগল কাব্য

তৃতীয় খণ্ড

জয় সিংহ পর্ব্ব

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল

প্রণীত।

THE GREAT MOGUL

AN EPIC POEM

PART III.

JAYA SINGHA PARVA.

Calcutta

NEW ARYA PRESS,

43/1 BHOWANI CHURN DUTT'S LANE.

1884.

জয়সিংহ পর্ব্ব।

জয়সিংহের বংশাবলী।

লঘু মিশ্র একাবলী ছন্দঃ।

বৌদ্ধ হৈলে ধ্বংস কৌশ * সূর্য্যবংশ
স্থাপিল আপন রাজ্য মগধে ;
বংশ অনুক্রমে প্রভূত বিক্রমে
ভোগ করে সেই রাজ্য অবাধে। ১
অষ্টাদশ শত বর্ষ ক্রমে গত
স্থির কৌশ রাজ্য পাটলিপুত্রে ;
কিন্তু কারো চির নহে ভাগ্য স্থির
অনিত্য ভুবদ্ধ কর্ম্মের সূত্রে। ২

---

* রামচন্দ্রের পুত্র কুশবংশীয়। ইহাদিগকে পশ্চিমাঞ্চলে কাছোয়া বলে।

কালে সব হয় কালে পায় ক্ষয়
ধনী, মানী, সাধু, নৃপতি, দীন ;
নশ্বর সম্পূর্ণ কালে হয় চূর্ণ
বারি বিম্ব সম চিহ্ন বিহীন। ৩

যাবৎ ভাগ্য যোগ তত কাল ভোগ
লুপ্ত গুণাগুণ কালের শেষে ;
ভাঙ্গিলে কপাল দ্রুত তারে কাল
ঘটায় জঞ্জাল বিবিধ বেশে। ৪

মগধে রাজন প্রতীপ যখন
ত্রিচত্বারিংশত কলির অব্দে ;
গজনী নিবাসী পাঠানেরা আসি
আক্রমিল তারে ভীষণ শব্দে। ৫

দিল্লীতে তখন গজনীর যবন
প্রথম সম্রাট্ কুতুবুদ্দীন ;
সেনানী তাহার গিল্‌জী বখ্‌তিয়ার
যোদ্ধা সাংযুগীন নেতা প্রবীণ। ৬

যবনাধিকার করিতে বিস্তার
চলে বখ্‌তিয়ার মগধে বঙ্গে ;
নবোৎসাহে মাতি পাঠানের জাতি
সাগ্রহে চলিল তাহার সঙ্গে। ৭

যুঝিয়া সাহসে   শেষে ভাগ্য বশে
  প্রতীপ পতিত ঘোর সমরে ;
তার এক সুত   পলাইয়া দ্রুত
  কালিঞ্জর রাজ্যে আশ্রয় করে। ৮
সেই দেশে ক্রমে   কালের নিয়োগে
  তার বংশ রাজপদ পাইল ;
যবনের সনে   পুনঃপুনঃ রণে
  সেই দেশে আত্মরক্ষা করিল। ৯
কালে পরাভূত   সে রাজ্য বিচ্যুত
  কৌশেয় নিকর আম্বেরে * আসি,
মীনা নামে রক্ষ   নহে রণ দক্ষ
  আছিল তখন আম্বের বাসী,
তাদেক জিনিয়া   প্রভুত্ব স্থাপিয়া
  আম্বের পাহাড়ে কৌশেয় কুল,
মীনার দুহিতা   করিয়া বনিতা
  ক্রমশঃ হইল সম্বন্ধ মূল। ১১ যুগ্মক।
পরে দিয়া হানা   চিতরের রাণা
  কুম্ভসিংহ করি এদেশ জয়,

---

* "আম্বের" জয়পুর রাজ্যের পূর্ব্ব রাজধানী, এই জন্য এই রাজ্যকে পূর্ব্বে আম্বের রাজ্য বলিত।

আম্বের রাজনে রাখিয়া অধীনে
বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব লয়। ১১
বর্ষ বহু শত সেই ভাবে গত
রাণার অধীন আম্বের রাজ,
রাণা প্রণোদিত যবন সহিত
বিস্তর করিলা সংগ্রাম কাজ। ১২
সময়ে আক্‌বর জিনিল চিতর
জয় মালে করি হঠাৎ বিনাশ,
দুর্ব্বল উদয় রাণা সে সময়
পলায়ে করিল জঙ্গলে বাস। ১৩
যত অধিকার আছিল রাণার
বিভক্ত হইল খণ্ডে বিখণ্ডে ;
সামন্ত সকলে পূজিল মোগলে
রাখিতে সম্পত্তি, বাঁচিতে দণ্ডে। ১৪
মুসল্‌মান গণে আক্‌বরের মনে
ছিল অবিশ্বাস সহ অভক্তি
তিনি সে কারণে হিন্দুদের সনে
সদ্ভাব স্থাপনে করিলা যুক্তি। ১৫
যে সামন্ত গণ লইল শরণ
পরম গৌরবে আক্‌বর শাহ

উচ্চপদে বরি কুটুম্বিতা করি
রাজোপাধি দিয়া দিলা উৎসাহ। ১৬
কৃতজ্ঞ হৃদয় রাজপুত চয়
পাদশার কার্য্যে হৈল প্রবর্ত্ত;
তাদের সাহায্যে সমস্ত সাম্রাজ্যে
অবাধ্য যবন হৈল আয়ত্ত। ১৭

পয়ার।

ক্ষত্র সহ বন্ধুভাব স্থাপিলে মোগল
আম্বের রাজের ভাগ্য হইল প্রবল।
পাদ্‌শার সম্বন্ধী হৈল ভগবান দাস
বিবিধ প্রকারে করে যোগ্যতা প্রকাশ।
মহারথী মানসিংহ যোগ্য পুত্র তার
দিগ্দেশে মোগল রাজ্য করিল বিস্তার।
গান্ধার হিরাট গজ্‌নী বাহ্লীক পারস
বোখারা সমরখণ্ডে খ্যাত যার যশ।
উড্রে বঙ্গে দাক্ষিণাত্যে পঞ্জাবে কাশ্মীরে
হিন্দু মুসল্‌মানে মানে মানসিংহ বীরে।
বংশ অনুক্রমে তার দিল্লীর চাকর
কুটুম্বিতা বদ্ধ রাখে পাদশার ঘর।

পাদশার অনুগ্রহে আম্বেরের পতি
ধনে মানে পরাক্রমে লভিল উন্নতি।
তাদের দৃষ্টান্তে লুব্ধ বহু রাজ গণ
পাদশার ভৃত্য ভাব করিল গ্রহণ।
তাহাদের গুণে প্রীত হইয়া পাদ্‌শাহ
উচ্চ কর্ম্মে নিয়োজিয়া দিলেন উৎসাহ
পাদশার কর্ম্মচারী হিন্দু রাজ গণ
পাদশার হিত চিন্তা করে অনুক্ষণ।
অবিশ্বাসী মুসল্‌মান অবাধ্য বিষম
প্রচুর ব্যসন ভোগে হ্রস্ব পরাক্রম।
বিরক্ত যবন প্রতি পাদশাহ গণ
হিন্দুর সাহায্যে করে সাম্রাজ্য শাসন।
শাঃ জেহান পাদশার মুখ্য সেনাপতি
জয় সিংহ, যশোবন্ত, রাজা মহামতি।
মহাবীর জয় সিংহ আম্বের অধিপ
কার্য্য দক্ষ বুদ্ধিমান কুলের প্রদীপ।
সমরে অসহ্য শক্তি অকাতর মতি
সাধু প্রাজ্ঞ যশোবন্ত যোধপুরপতি।
পাদ্‌শার দক্ষিণহস্তরূপী দুই জন
পাদশার বহু কার্য্য করিল সাধন।

পাদশার পুত্র গণ হইলে বিদ্রোহী
উভয়ে চালায় সর্ব্ব সেনা পাদশাহী।
জয় সিংহ পরাজয় করিয়া সুজায়
বাধ্য করে প্রত্যাবর্ত্ত হৈতে বাঙ্গালায়।
দারাশেকো সহকারে রাজা যশোবন্ত
ঔরংজীব সহ যুদ্ধ করিল দুরন্ত।
যুদ্ধ স্থলে দারাশেকো গজ হৈতে নামে
জয় স্থলে পরাজিত হইল সংগ্রামে।
তথাপি তৎপক্ষবর্ত্তী দুই রাজপুত
ঔরংজীবে ব্যতিব্যস্ত করিল প্রভূত।
কালে নষ্ট দারাশেকো বদ্ধ শাঃ জেহান
আলম্‌গীর দোঁহে করে স্বপক্ষে আহ্বান।
দেশ কাল বুঝি দোঁহে তার পক্ষ নিল
অনেক সময়ে তার সাহায্য করিল।
রোগ শান্তে আলম্‌গীর থাকিয়া কাশ্মীরে
বিচারিল কোন্ কার্য্যে করি কোন্ বীরে।
হিন্দু অস্ত্রে হিন্দু শত্রু করিতে নিধন
বর্গীযুদ্ধে জয় সিংহে করিল বরণ।
করিতে স্বায়ত্ত শান্ত, আফ্‌গান কুলে
যশোবন্তে নির্ব্বাচিল যুদ্ধার্থ কাবুলে।

উভয়ের আলম্‌গীর বাড়ায় সম্মান
স্বহস্তে উভয়ে করে তাম্বুল প্রদান।
হাস্যমুখে পাদশাহ পুছে দোঁহে প্রতি
কি কার্য্য করিবা মম হৈয়ে কার্য্যব্রতী।
জয় সিংহ কহে অবধানো হুজুরালি !
বন্দী করি শিবজীকে আনি দিব ডালি।
যশোবন্ত নিবেদিল শুন জাহাঁপনা
তব শত্রু কাবুলে না রবে এক জনা।
তুষ্ট হৈল আলম্‌গীর দোঁহার কথায়
উভয়ে খেলাত দিয়া কার্য্যেতে পাঠায়।

জয় সিংহের রণ যাত্রা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

পাদশার আজ্ঞা পায় বিনয়ে হৈয়ে বিদায়
জয় সিংহ রণ যাত্রা করে ;
হরি হরি হরি স্মরি আরোহিয়া তুঙ্গ করী
দ্রুত যাঁয় মিলিতে লস্করে। ১
বয়সে অতিসপ্ততি শুভ্রকেশ বৃদ্ধ অতি
কিন্তু নহে পরাক্রমে উন ;

অক্ষুণ্ণ সাহস বল তীব্রগতি উর্জ্জস্বল
অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত দ্বিগুণ। ২
নহে ক্লান্ত একতিল কষ্টসহ শ্রমশীল
যেন তার প্রথম যৌবন;
উৎসাহী উদ্যোগী ভারী নিরামিষ একাহারী
* উপনেত্র-অস্পৃষ্ট নয়ন। ৩
শিরোপরে শোণোষ্ণীষ তাহে স্বর্ণ আশীবিষ
শোভে ধরি মণিময় ফণা,
বিস্তীর্ণ ললাট ভাগে চন্দন ত্রিলক রাগে
মাঝে শোভে অগুরুর কণা। ৪
শরীর শ্যামল বর্ণ দীর্ঘনেত্র স্পর্শে কর্ণ
উচ্চনাসা ক্ষুব্ধ গণ্ডদেশ;
দৃঢ়পুষ্ট দীর্ঘ কায় ঘন শ্বেত শ্মশ্রু তায়
বস্ত্র আভরণে রম্য বেশ। ৫
দীর্ঘবাহু বৃষস্কন্ধ কটিতে কোমর বন্ধ
তাহে ঝোলে খর তরবার;
চর্ম্ম বর্ম্ম পরিহিত নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত
সাহসিক সমরে দুর্ব্বার। ৬

---

* চসমা।

দৃঢ়ব্রত কার্য্যে অতি যে আদেশ যার প্রতি
তারে তাই করায় পালন ;
যে না মানে তদাদেশ নাহি তারে ক্ষমা লেশ
যোগ্য দণ্ড দেয় সেইক্ষণ। ৭
ধরা হৈলে শত খান তবু বাক্য নহে আন
যা বলিবে করিবে নিশ্চয় ;
যা করিতে অভিপ্রায় তাহে যদি প্রাণ যায়
তবু কভু নিবৃত্ত না হয়। ৮
ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপ্রবীণ স্বার্থজ্ঞান অতি ক্ষীণ,
উগ্র চিত্ত, অত্যল্পে সন্তোষ ;
সরল শিশুর প্রায় প্রশংসায় গলে যায়
রাজপুতে এই বড় দোষ। ৯
সুরম্য রৌপ্য গজাসে নিজে গিয়া মধ্যে বসে
হস্তীপক সম্মুখে তাহার ;
দুপাশে দুই অমাত্য পৃষ্ঠদেশে দুই ভৃত্য
চারি দিকে শত আশোয়ার। ১০
শিক্ষিত মাতঙ্গ তার বিনা প্রতোদ প্রহার
সৌম্য গতি পৌঁছিল শিবিরে ;
অধিকৃত জন নিয়া লস্করে মিলিল গিয়া
ছাউনীতে নগর বাহিরে। ১১

নিজে হৈয়ে সম্বর্দ্ধিত   সম্বর্দ্ধয়ে যথোচিত
আগে শ্রেষ্ঠে পরে ক্রমে হীনে ;
বাহিনী যোজন করি   পুনরায় চড়ি করী
রণ মুখে চলিল দক্ষিণে। ১২
দুই উষ্ট্রে চারি ডঙ্কা   শব্দে শত্রু পায় শঙ্কা
সকলের আগে ধাবমান ;
গুরু অস্ত্রে অতি ভারী   তৎপরে পতাকাধারী
তার পরে রণবাদ্য গণ। ১৩
তার পরে পদাতিক   সমরে অতি নির্ভীক
তুরকী, পাঠান, হিন্দুস্থানী ;
দশী, বিশী, শত পতি   পদাতিক পৃষ্ঠে গতি
সম গতি চালিত বাহিনী। ১৪
পরে চলে সেনাপতি   জয় সিংহ মহামতি
সেনানী দিলির সহকার ;
তাঁদের দুপার্শ্বে বাহী   রাজপুত অশ্বারোহী
সহ বহু পাঠান সোয়ার। ১৫
তাহার পশ্চাতে সাজে   মোগলীয় গোলন্দাজে
অগ্নি অস্ত্র তৎ সামগ্রী সহ ;
তার পিছে যত খাদ্য   সহ নানাবিধ বাদ্য
আবশ্যক সম্ভার সমূহ। ১৬

তার পরে অনুযাত্রী   পুরোহিত, মোল্লা, ধাত্রী
চিকিৎসক, ভিক্ষুক, সেবক ;
সর্ব্ব শেষে চৌকিদার   শিল্পী, শেঠ, ঠিকাদার
হীনকর্ম্মা মজুর, বাহক। ১৭

জয় সিংহ ধুমধামে   দক্ষিণে মহা সংগ্রামে
নিয়া চলে চতুরঙ্গ বল ;
তেজোবন্ত উৎসাহিত   এক মাসে উপস্থিত
যথা রম্য মলয় অচল। ১৮

"এই সব সেনা গণ   পূর্ব্বে হারিয়াছে রণ
দিলির নায়ক ছিল যবে ;
সেই সেনা এই বার   না ডরে পল্করে আর
জয়সিংহচালিত আহবে। ১৯

অযোগ্য হৈলে সেনানী   অকর্ম্মণ্য অক্ষৌহিণী
ব্যর্থ হয় সৈন্যের যোগ্যতা ;
নায়ক নিপুণ হৈলে   সেই সেনা অবহেলে
শত্রু জিনি দেখায় ক্ষমতা। ২০

বাহিনী যন্ত্রের প্রায়   সেনাপতি যন্তা তায়
চলে যন্ত্র যন্ত্রীর কৌশলে ;
যন্ত্রিগুণে বাস্তবিক   কার্য্য হয় ন্যূনাধিক
যন্ত্রী বিনা যন্ত্র নাহি চলে। ২১

দিলির নহে সামান্য মহারথী মধ্যে গণ্য
কিন্তু সেই নেতৃত্বে অক্ষম ;
সুদক্ষ শস্ত্র চালনে কর্ত্তৃত্ব কার্য্য না জানে
স্বয়ং সেই সৈনিক উত্তম। ২২
নেতার প্রধান কার্য্য সুনিয়ম করা ধার্য্য
সে নিয়মে বাহিনী চালন
কিন্তু অতিমাত্র ন্যূন দিলিরের সেই গুণ
তাই হারে তার সেনা রণ। ২৩
জয়সিংহ পক্ষান্তরে আপনি না যুদ্ধ করে
সুকৌশলে চালায় অপরে ;
দৃঢ়মতি স্থির বোদ্ধা আজ্ঞাকারী সর্ব্ব যোদ্ধা
তার সেনা অজেয় সমরে। ২৪
জয়সিংহ রণে ধীর বার্দ্ধক্যেও মহাবীর
কিন্তু তবু নিজে নাহি যুঝে ;
অভিজ্ঞতা আছে তার জানে কিসে কার্য্যোদ্ধার
দেশ, কাল, পাত্র, ভাল বুঝে। ২৫
অস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্য স্থান সর্ব্বদা রাখে সংস্থান
সেনা তার কষ্ট নাহি পায় ;
দয়াবান অকর্কশ দাতা দান্ত অনলস
কৃতকার্য্য যে কার্য্যেতে যায়। ২৬

কাহাকে তাচ্ছিল্য নাহি সবাকে রাখে উৎসাহী
যোগ্য জনে দিয়া পুরস্কার ;
চর যোগে বহুদূর তদন্ত রাখে প্রচুর
করে কার্য্য করিয়া বিচার। ২৭
এহেন নায়ক নীত কভু সেনা নহে ভীত
মহোৎসাহে মহারাষ্ট্রে পশে ;
অবশ্য হইবে জয় অন্তরে জানি নিশ্চয়
রণ ক্ষেত্রে প্রবেশে সাহসে॥ ২৮

শিবজীর যুদ্ধোদ্যোগ।

পয়ার।

নহে আজি শিবজী সে দস্যু দল পতি
গুপ্তভাবে প্রাপ্ত কালে না করে ডাকাতি। ১
আজি তিনি মান্য রাজা মহারাষ্ট্র দেশে
কৃষ্ণা নদ্যাৎ রাজ্য তার নর্ম্মদা পরশে। ২
বিংশতি সহস্র তার বর্গী আশোয়ার
সুশিক্ষিত পদাতিক পঞ্চাশ হাজার। ৩
সাভান্ন পার্ব্বত্য দুর্গে রাজ্য সুরক্ষিত
কামান বন্দুক তার বিস্তর সঞ্চিত। ৪
প্রজা ভৃত্য সেনা তার তৎপ্রতি সন্তোষ

নানা স্থান বিলুণ্ঠিত অর্থে পূর্ণ কোষ। ৫
দক্ষিণের হিন্দু তারে বন্ধু করে জ্ঞান
শুভ প্রার্থী তার এবে ফিরিঙ্গী পাঠান। ৬
মোগলের আক্রমণ নিবারণ তরে
দাক্ষিণাত্য বাসী দেখে সহায় পল্করে। ৭
নানা দুর্গে গুপ্ত স্থানে রসদ সঞ্চিত
খাদ্যাভাব চিন্তাহীন বর্গী সুনিশ্চিত। ৮
যুদ্ধে লিপ্ত তার সেনা বিংশতি বৎসর
অভ্যাস বশতঃ কার্য্যে শিক্ষিত তৎপর। ৯
জয়ী হৈলে জানে তারা পশ্চাতে ধাবন
দ্রুত গিয়া শত্রু ধরি করিতে নিধন। ১০
পরাজয়ে সুকৌশলে সত্বরে পলায়
ধেয়ে গিয়ে কভু কেহ ধরিতে না পায়। ১১
সর্ব্বদা উৎপাত করে থাকে সাবধান
লুঠে পটু নাহি কেহ তাদের সমান। ১২
বিপ্র ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে নাহি হেন জন
বর্গীতে যাহার ধন করেনি লুণ্ঠন। ১৩
পর্তুগীজ আর্বী সিদ্ধি * ইংরাজ পাঠান

* সিদ্ধি অর্থ সরল প্রকৃতি বা নির্ব্বোধ। ইহারই ভাবার্থ ধরিয়া কাফি জাতিকে সিদ্ধি লোক বলে।

সর্ব্বদা বর্গীর ভয়ে থাকে কম্পমান। ১৪
নত ভাবে তোষে লোকে তারে দিয়া কর
মন্দ ভাগ্য তার যেই না তোষে পল্কর। ১৫
সামান্য অন্যের কথা বর্ণনে কি ফল
আপনি তদ্ভয়ে ভীত শ্রীমহামোগল। ১৬
বর্গীর পর্য্যন্ত ভাগে জয় সিংহ গিয়া
সুরাট বন্দর নিল সহজে জিনিয়া। ১৭
নর্ম্মদা হইল পার পাদশাহী ঠাট
পল্করে রোধিতে নারে তাহাদের বাট। ১৮
শিবজী বুঝিল এই শত্রু ভয়ঙ্কর
অকর্ত্তব্য অতঃপর সম্মুখ সমর। ১৯
কর্ত্তব্য এ শত্রুসহ যুদ্ধ শ্যেনপাত
যুদ্ধ ছাড়ি অবিরত করিব উৎপাত। ২০
আপ্ত জনে বদ্ধ করি হাট পথ ঘাট
শিবিরের চারি দিক করি লুঠ পাট। ২১
বর্ষাগমে পীড়াগ্রস্ত হইয়া মোগল
ফিরিবে স্বদেশে হৈয়ে প্রযত্ন বিফল। ২২
বিনা যুদ্ধে আমাদের সিদ্ধ হবে কাম
তবে কেন কষ্ট পাব করিয়া সংগ্রাম। ২৩
হৌক জয় পরাজয় যদি করি রণ

অবশ্য হইবে নষ্ট বহু সেনা গণ। ২৪
অতএব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন
উপদ্রব করি তাড়াইব শত্রুগণ। ২৫
এত ভাবি বর্গী রাজ বুঝায়ে পল্কর
রণ ছাড়ি উপদ্রব করে অতঃপর। ২৬
জয়সিংহ সহ যুঝে মহারাষ্ট্র রাজ
সিংহ সহ যুঝে যেন বায়ুচর বাজ। ২৭
সদা ত্যক্ত জয় সিংহ বর্গীর জ্বালায়
নিবারণে কোন রূপে নাপায় উপায়। ২৮
সেনা নিয়া জয় সিংহ যে দিকেতে যায়
অমনি সে দিক ছাড়ি পল্কর পলায়। ২৯
ও দিকে মোগল রাজ্যে পড়ি বর্গী দল
লুঠিয়া উৎসন্ন করে সে রাজ্য সকল। ৩০
নিকটে না আসে বর্গী থাকে অল্প দূরে
সর্ব্বদা শত্রুর হানি করে ফিরে ঘূরে। ৩১
মোগল শিবিরে পুনঃ পুনঃ অনাটন
বহু কষ্টে জয় সিংহ করে নিবারণ। ৩২
অর্থব্যয় রণে কভু না করে পল্কর
বরঞ্চ লুণ্ঠিত ধন সঞ্চয়ে বিস্তর। ৩৩
জয়সিংহ চিন্তা করে এ তো বড় দায়

দমনে অদ্ভুত শক্র কি করি উপায়। ৩৪
সম্মুখ সংগ্রামে যাহে আসে বর্গীগণ
কর্ত্তব্য ঈদৃশোপায় সমবধারণ। ৩৫
গুপ্ত চর মুখে রাজা পায় সমাচার
পুরন্দর গড়ে আছে বর্গী পরিবার। ৩৬
অধিকাংশ সৈন্যসহ অতি সঙ্গোপনে
রাত্রে চলে পুরন্দর গড় আক্রমণে। ৩৭
জম্বুক বায়স জিনি বর্গী সাবধান
জয় সিংহ কৃতাভীষ্ট পাইল সন্ধান। ৩৮
সরাইতে পরিবার বর্গী চলে দ্রুত
তদধিক শীঘ্র চলে অশ্বী রাজপুত। ৩৯
সে গড়ে থাকিতে বর্গীদের পরিজন
করিল পাদাশাহী ঠাটে গড় সংবেষ্টন। ৪০
পরিবার সমাক্রান্ত দেখি বর্গী পতি
সেনাপতিগণ গিয়া করিলা সমিতি। ৪১
অকপটে মিষ্ট বাক্য কহে বর্গী রায়
একে একে কহ সবে, কি করি উপায়? ৪২
বলেছেন রামদাস সহ আত্মারাম
"কোন মতে না করিও সম্মুখ সংগ্রাম"। ৪৩
যুদ্ধ না করিয়া মোরা থাকিলে উৎপাতে

পড়িবে নিশ্চয় দুর্গ বিপক্ষের হাতে। ৪৪
যবনের হাতে যদি পড়ে পরিবার
না জানি করিবে তারা কত অত্যাচার। ৪৫
জয়সিংহ ক্ষত্র কিন্তু যবনের দাস
তাহার চরিত্রে কিসে করিব বিশ্বাস। ৪৬
বলাবল বুঝ সবে বুঝ কালাকাল
স্পষ্ট করি কহ সবে যে বুঝ যা ভাল। ৪৭
সত্য কহ নিজ মত, না করিও ডর
সত্য যদি কটু কভু তবু শ্রেয়স্কর। ৪৮

শিবজীর যুদ্ধোদ্যম।

লঘু ত্রিপদী।

রাজ বাক্য শুনি প্রধান সেনানী মহাবীর মালেশ্বর
যুড়ি দুই করে সুগম্ভীর স্বরে নিবেদিল প্রত্যুত্তর। ১
স্বজন সহিত বিপক্ষ বেষ্টিত এবে পুরন্দর গড়;
দুর্গে অল্পবল অরাতি প্রবল দেখে ভয় পাই বড়। ২
হেন মনে লয় যবন নিচয় যদি দুর্গ জয় করে
মোদের স্বজন হইবে নিধন নিষ্ঠুর যবন করে। ৩

কিম্বা পেয়ে কষ্ট হবে জাতি ভ্রষ্ট আমাদের পরিজন
যবন হইয়া দাসত্ব করিয়া কাটাবে পাপ জীবন।৪
মাতা ভ্রাতা পিতা সন্তান বনিতা ধরে নিবে মুসল্‌মানে
এ সব দেখিয়া থাকিব সহিয়া ধিক তবে হেন প্রাণে।৫
আমার যুকতি শুন হে নৃপতি অবিলম্বে যুদ্ধোদ্যম
কাটিয়া যবনে বাঁচাব স্বজনে অবহেলে, নৃপোত্তম! ৬
স্বজন নিরুদ্ধ বাঁচাইতে যুদ্ধ অপরিহার্য্য এখন
ঈদৃশ সমরে যদি কেহ ডরে নরাধম সেই জন। ৭
এ ধর্ম্ম সমর পুণ্যের আকর দেশ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু
চতুর্ব্বর্গ ফল এ যুদ্ধে কেবল এ যুদ্ধ স্বর্গের সেতু। ৮
কর্ত্তব্য যে কাজ তাহে করা ব্যাজ অতিমাত্র অযৌক্তিক
যত কাল ক্ষয় ততই নিশ্চয় বিঘ্ন বাড়ে সমধিক। ৯
মোগল পাঠান সদা বর্ত্তমান চির পরিচিত অরি
শত শত রণে জিনেছি যবনে তারে ভয় নাহি করি। ১০
তাদের অধীন রাজ পুত গণ নহে কভু বলাধিক
দ্বিধা শুধু ভ্রম করিলে উদ্যম নাহি ভয় বাস্তবিক। ১১
তাই ত্যজ দ্বিধা বড়ই সুবিধা দুই দিক আক্রমণ
দুর্গ পার্শ্বে গিয়া দুদিকে ঘিরিয়া বিনাশি যত যবন। ১২
সেনানী দিলির যত বড় বীর জানি সুরাটের রণে
জয় সিংহ ছার কি বীরত্ব তার সেবা যে করে যবনে। ১৩

জান বর্গীস্বামী ! তব ভৃত্য আমি না করি কাহাকে ভয়
ভবানী ভাবিয়া সমরে পশিয়া সর্ব্ব শত্রু করি ক্ষয় । ১৪
বীর কভু নহে মুখে বহু কহে বীরত্ব দ্রষ্টব্য কাজে
দেও অনুমতি দেখাব শকতি কাটিয়া আম্বের রাজে ।১৫
ক্ষান্ত মালেশ্বর উঠি তার পর বিনয়ে কহে গণেশ
মালেশ্বর উক্ত বাক্য যুক্তি যুক্ত আমারো মতে নরেশ !১৬
না করিলে যুদ্ধ বন্ধু জন শুদ্ধ দুর্গ হবে শত্রু বশ
মরিলে স্বজন রাখিয়া জীবন আমাদের কি পৌরুষ ।১৭
যত দূর জানি তাহে অনুমানি জিনিতে পারিব রণ
যদি বা না পারি কিম্বা যদি মরি শ্লাঘ্য গণি সে মরণ ।১৮
শুন হে নৃপতি ! আরেক যুকতি মোরা প্রবেশিলে রণে
ত্যজি অবরোধ মোগলের যোধ যুঝিবে মোদের সনে ।১৯
অবরুদ্ধ গণ পাইয়া সুক্ষণ পলাইবে নির্ব্বাধায়
আমরা তখন পরিহরি রণ সরে যাব যথেচ্ছায় ।২০
ঈদৃশ সমরে কিছু মাত্র ডরে হেন বর্গী নাহি কেহ
জান মহারাজ ! কর্ত্তব্য এ কাজ না কর কিছু সন্দেহ ।২১
গুরু আত্মারাম সম্মুখ সংগ্রাম করিতে করেছে মানা
কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার জ্ঞান তাঁহার তদা ছিল না ।২২
তাঁর উপদেশ ছিল বটে বেশ তৎকালের উপযুক্ত ;
তিনিও সংপ্রতি দিতা অনুমতি স্বজনে করিতে মুক্ত । ২৩

আত্মারাম জ্ঞানী তাহা আমি জানি বিজ্ঞ রাম দাস বটে
তাদের আদেশ পালনে বিশেষ অনেক সুফল ঘটে ।২৪
আদেশের মর্ম্ম পালনেতে ধর্ম্ম বৈখরী পালয়ে মূঢ় ;
না বুঝিলে অর্থ শব্দ জানা ব্যর্থ শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ গূঢ় ।২৫
গুরুর বচন না হবে লংঘন করিলে এবে সংগ্রাম
অরি করি নাশ তোষ রাম দাস সহ গুরু আত্মারাম ।২৬
মনোমত মম শুহ নৃপ সত্তম ! কহি বিনা অপলাপ
অবিলম্বে গিয়া আস্কন্দী কাটিয়া দেখাই তেজ প্রতাপ ।২৭
দোঁহার বচন করি আকর্ণন অন্য যত সেনাধ্যক্ষ
সবে এক রবে অগৌণে আহবে সায় দিল ঐকবাক্য ।২৮
সবে মিলি কহে ক্রোধে হৃদি দহে বিলম্ব না সহে আর
আজ্ঞা দেও যদি সংগ্রামে সপদি কুশত্রু করি সংহার ।২৯
নেতৃগণ যত সমরে উদ্যত দেখি রাজা কুতূহলী
উৎসাহ বর্দ্ধনে অমিয় বচনে প্রকাশিলা বাক্যাবলী ।৩০
আমার সামন্ত সবে বলবন্ত দেশ ধর্ম্ম ধুরন্ধর
জিনিয়া মোগল তোমরা প্রবল বীর বটে মহত্তর ।৩১
তোমাদের সনে সুরাটের রণে হারিয়া মোগল চয়ে
সদলে অস্থির সেনানী দিলির পলায়েছে প্রাণ ভয়ে ।৩২
রাজ পুত দলে পাঠানে মোগলে নাহি পল্করের সম
নাহি হেন কেহ যে করে সন্দেহ তোমাদের পরাক্রম ।৩৩

কিন্তু বিজ্ঞতার ফল জ্ঞান সার পরিণাম বিবেচনা .
বিচারিয়া আগে বিজ্ঞ কর্ম্মে লাগে বুঝিয়া ভাবী ঘটনা ।৩৪.
বিপদ নাশার্থ থাকিলে সামর্থ তবু কে বিপদ চায় ?
শক্তি মম আছে ভেবে ব্যাঘ্র কাছে নিরর্থক কেবা যায় ? ৩৫
আরামিতে রোগ ঔষধি প্রয়োগ যেজন উত্তম জানে
করিব আরাম ভাবিয়া ব্যারাম সেকি কভু ডেকে আনে ?৩৬
সে কিসের বীর যে হৈয়ে অস্থির অনাহূত রণে মজে
বহু আস্ফালন করি কিছু ক্ষণ পরাভূত প্রাণ ত্যজে ।৩৭
বীর যে প্রকৃত সে করে নিশ্চিত আগে শত্রু বলাবল
কর্ত্তব্য কি কার্য্য আগে করে ধার্য্য বিচারিয়া ফলাফল । ৩৭
যাহাতে নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধি হয় পরাজিত হয় অরি
জিনিয়া বিপক্ষ সে তোষে স্বপক্ষ হেন সদুপায় করি । ৩৯
বিশেষতঃ তারা প্রভুপদে যারা থাকে বহু লোকোপরে,
যাহাদের কার্য্যে বহু লোক রাজ্যে সুখী দুঃখী হৈতে পারে,
তাদের উচিত সবাকার হিত দেখে বিবেচনা করি,
প্রজাহিতে কর্ম্ম নৃপতির ধর্ম্ম স্বার্থ জ্ঞান পরিহরি । ৪০ । যু
আমি কর্ত্তা রাজা সৈন্য ভৃত্য প্রজা সবাই আমার বশ
সকলের হিত চিন্তা মনোচিত না চিন্তি আত্ম পৌরুষ । ৪১
প্রবল বিপক্ষ সেনা লক্ষ লক্ষ না হবে সহজে জিত
তাদেক মারিতে হবে স্বপক্ষেতে বহু নষ্ট সুনিশ্চিত ।.৪২

সেনা প্রজাক্ষয়ে কোন্ লাভ জয়ে কিহবে তাহাতে ফল
সৈন্যের কুশল প্রজার মঙ্গল সদা মম চিন্তা স্থল। ৪৩
আছিল ভরসা আসিলে বরষা স্বতঃ শত্রু যাবে ফিরে
এই হেতু রণ না করি কখন উৎপাঁতি করেছি ধীরে। ৪৪
শাস্ত্রের বচন না করিবে রণ যদি চলে বিনা রণে
যদি রণ কার্য্য হয় অনিবার্য্য যুঝ তবে প্রাণপণে। ৪৫
এবে ঘোর যুদ্ধ কর্ত্তব্য বিশুদ্ধ সর্ব্বজন সুসম্মত
সত্বরে সকলে চল রণ স্থলে কার্য্যে গৌণ অসংগত। ৪৬
ধর্ম্মের রক্ষণে স্বগণ মোচনে এযুদ্ধে বড় গৌরব
করণীয় যাহা দ্রুত কর তাহা গৌণে বিঘ্ন সুসম্ভব। ৪৭
মোগল পাঠান জিনিয়া বাখান তোমাদের বীরপনা
যত রাজ পুত হৈয়ে পরাভূত পলাবে ভুলি আপনা। ৪৮
ধর্ম্মের গৌরব ভারত বৈভব আত্মীয় জনের প্রাণ
তোমাদের হাতে কুশত্রু নিপাতে আজি পাবে পরিত্রাণ। ৪৯
ঐহিকে প্রভুত্ব অন্তিমে দেবত্ব এযুদ্ধের পরিণাম
নিশ্চয় জানিয়া সংগ্রাম জিনিয়া লভ কীর্ত্তি অনুপম। ৫০
শুনি সে কাহিনী সমস্ত বাহিনী ছাড়ে জয় জয় ধ্বনি
উৎসাহে মাতিয়া সশস্ত্র হইয়া সমরে চলে তখনি। ৫১

পাদশাহী সেনার যুদ্ধোদ্যোগ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

বর্গী দল এত দিন হয় নাই সম্মুখীন
দূরে থাকি করিত উৎপাত ;
দেখিলে পাদ্‌শাহী ঠাট ত্যজি শীঘ্র লুঠ পাট
পলাইত দূরে তৎক্ষণাত। ১
এবে তারা স্বেচ্ছা ক্রমে গর্জ্জিয়া আসে সংগ্রামে
কোন্ বলে হইয়া প্রবল ?
বার্ত্তা পেয়ে চিন্তান্বিত মোগলেরা একত্রিত
অনুমিত বিপদে বিকল। ২
কেহ কহে দৈব বলে বলিষ্ঠ বর্গী সকলে
সাহসিক হইল সমরে ;
ভূত ভক্ত বর্গী দল পাইয়া ভূতের বল
রণে আসে নির্ভয় অন্তরে। ৩
কেহ কহে তাহা নয় বুঝেছি আমি নিশ্চয়
আদিলের পেয়ে সহায়তা ;
বাড়িল বর্গীর জোর সম্মুখ সংগ্রাম ঘোর
করিবারে পাইল ক্ষমতা। ৪
অনুমিল অন্য কেহ হইছে মম সন্দেহ
ফিরিঙ্গী মিলিল বর্গী সনে ;

উভয়েই দস্যু বটে সম ধর্ম্মে মৈত্র ঘটে
প্রোৎসাহিত বর্গী সে কারণে।৫
অন্য কোন জন কহে এসকল কিছু নহে
ক্ষত্র, বর্গী করিল সাজস ;
আমাদের দলস্থিত হিন্দুরা হবে মিলিত
সেই আশে বর্গীর সাহস। ৬
অন্য কোন জন কয় মম মনে নাহি লয়
বৃথা তর্ক করা অনিশ্চিত ;
যা কিছু কহে যে কেহ তাহার মূল সন্দেহ
যুক্তি যুক্ত না হয় কিঞ্চিত। ৭
প্রকৃত যে মুসুল্‌মান যে মনে মানে কোরাণ
সে কি কভু ভূতে ভয় করে ?
কিসের ভূতের বল নির্ব্বোধ কিম্বা পাগল
ধাঁদা দেখি ভূত বলি ডরে। ৮
ক্ষিতি অপ্ তেজো মরুত এই জান চারি ভূত
ভূত নামে প্রাণী কোন নাই ,
ভূত মধ্যে বায়ু সার বায়ু বৃদ্ধি হয় যার
ভূত গ্রস্ত বলে তারে তাই। ৯ *

হিন্দুমতে পঞ্চভূত। কিন্তু মুসলমানেরা এবং প্রাচীন ইউ-

আদিল যদি আইল. কিম্বা সৈনা পাঠাইল,
মিলিল ফিরিঙ্গী দস্যু যদি
আমাদের চর গণ অবশ্য সে বিবরণ
আমাদেক জানাতো সপদি । ১০
হিন্দুর নাহিক ঐক্য ; ঐক্য থাকলে কার শক্য
হিন্দুস্থান করে অধিকার ?
সে হেতু জান নির্য্যাস করে নি কোন সমাশ
রাজপুত সহিত পল্কর । ১১
সেনানী শমসেরুদ্দীন সঙ্গ মহম্মদামীন
কহে মম মনে হেন লয়
পরিজন দেখি বন্ধ ফলাফল জ্ঞান অন্ধ
যুদ্ধে বর্গী আসিছে নিশ্চয় । ১২
বল নাহি দিল ভূত না মিলিল রাজপুত,
সহায়তা না দিল আদিল ;
ফিরিঙ্গী ডাকাত তুচ্ছ ; বাতাগ্রে তৃণের গুচ্ছ
সম তারা মরতে কি আইল ? ১৩
মিথ্যা ভয় এই সব অযৌক্তিক অসম্ভব
অকর্ত্তব্য প্রারম্ভিক রণে

রোপীয়েরা ব্যোম অর্থাৎ আকাশকে ভূত মধ্যে গণ্য না করিয়া চারি ভূত বলিতেন।

পরিবার দেখি রুদ্ধ অগত্যা করিতে যুদ্ধ
আসে বর্গী তাদেক মোচনে। ১৪
এদিকে আম্বেরেশ্বরে বার্ত্তা গিয়া দিল চরে
যুদ্ধার্থ আসিছে বর্গীরাজ ;
সে সংবাদে বীরাগ্রেণী করায় দুন্দুভি ধ্বনি
সর্ব্বজনে বলে সাজ সাজ। ১৫
নিজে চর্ম্ম বর্ম্ম পরি খর তরবার ধরি
রণ হস্তী পৃষ্ঠেতে উঠিল
লহ নানা প্রহরণ পার্শ্ব রক্ষ দুই জন
সেই গজে দুপাশে বসিল। ১৬
পাছে ভৃত্য আগে বারী সজ্জিত অনতি ভারী
দ্রুত করে কুঞ্জর চালন ;
সর্ব্বত্র করি ভ্রমণ আপনি পর্য্যবেক্ষণ
করে রাজা সেনার সাজন। ১৭
জয় সিংহ যাহা বলে তাহে না আপত্তি চলে
নাহি চলে অবহেলা গৌণ
দ্বিরুক্তি তাহার ঠাঁই করিতে সাহস নাই
আজ্ঞা পালে সর্ব্ব জন মৌন। ১৮
সেনা দেখি সুপ্রস্তুত করে রাজা হর্ষযুত
কালোচিত উৎসাহ প্রদান ;

"আনন্দে চল হে সবে আজি কষ্ট শেষ হবে
ভাগ্যে বর্গী হৈল আগুয়ান। ১৯
পল্কর দস্যু সামান্য যোধ মধ্যে নহে গণ্য
অকৃতাস্ত্র বিহীন সাহস ;
চতুর জম্বুক প্রায় দূরে পলাইয়া যায়
শুধু গুণ সদা অনলস। ২০
বনে পলাইয়া রয় যুদ্ধে অগ্রসর নয়
তদন্তে না পাইতার বাট
আমি যে দিকেতে যাই দেখি বর্গী তথা নাই
অন্য দিকে করে লুঠ পাট। ২১
পল্কর না হয় স্পষ্ট সেই হেতু মম কষ্ট
মম গৌণ এ শত্রু দমনে ;
সম্মুখে আনিতে তায় সসৈন্যে আসি এথায়
আটকাইনু বর্গীর স্বজনে। ২২
দেখি পরিজনাক্রান্ত পল্কর ঠেকি একান্ত
না পাইয়া উপায় অন্তর
বাঁচাইতে আত্মজনে অগত্যা আসিছে রণে
পরিহরি জীবনের ডর। ২৩
মরিতে আইল তারা ক্ষণ মধ্যে যাবে মারা
অবশিষ্ট না থাকিবে কেহ ;

সফল যত্ন আমার যত্ন কর এই বার
জয় হবে, না কর সন্দেহ" । ২৪
শুনিয়া তাহার বাণী সবে করে জয় ধ্বনি
মহোৎসাহে রণ বেশ ধরে ;
সেনা দুই খণ্ড করি ক্ষুদ্র খণ্ডে দুর্গ ঘিরি
জয় সিংহ প্রস্তুত সমরে । ২৫

জয়সিংহ এবং শিবজীর যুদ্ধ ।

পয়ার ।

প্লাবনের জল সম দ্রুত অগ্রেগতি
অটল পল্কর সহ ধায় রগীপতি । ১
দণ্ড ব্যূহ বর্গীরাজ করিল রচনা
মধ্যেতে সমান্তরাল দুই পাঁতি সেনা । ২
পদাতিক সেই সেনা নানা অস্ত্রধারী
ধানুকী, কন্দুকী কিম্বা অগ্নি বৃষ্টিকারী । ৩
দুই দুই হস্তান্তরে যোদ্ধা এক জন
কটি বন্ধে খর খঁড়া হস্তে প্রহরণ । ৪
উভয় সারির মধ্যে ব্যাম ব্যবধান
পরস্পরে সদা করে সাহায্য প্রদান । ৫

অগ্র পংক্তি পাছে যায় প্রহরণ ছাড়ি
অগ্রে আসি শস্ত্র হানে পশ্চাতের সারি। ৬
পূর্ব্ব সারি শস্ত্র যোগ করে ততক্ষণ
বিরাম না হয় কাজে শস্ত্র বরষণ। ৭
অশ্বারূঢ় দশী বিশী পত্তির পশ্চাতে
গজারূঢ় শত পংক্তি চমূ পতি সাথে,
নেতার আদেশ মতে চালায় কটক
পলায়িত ভীত যোধে করিতে আটক। ৮
চালাইছে পদাতিক করিয়া কৌশল
শান্তজী, দমজী আর গণেশ প্রবল। ৯
পত্তির দক্ষিণে যত ক্ষত্র অশ্বারোহী
চারি চারি হস্তান্তরে সমর উৎসাহী। ১০
এক এক পদাতিক দুই অশ্ব মাঝে
ধনুর্ব্বাণ কিম্বা দীর্ঘ বর্শা নিয়ে সাজে। ১১
ক্ষত্র অশ্বারোহী দলে নেতা মালেশ্বর
বন্দু তোষী শত্রু নাশী রণে ভয়ংকর। ১২
সে রূপ মাওলী অশ্বী বামে সুশোভন
নিজে করে বর্গীরাজ সে ভাগ চালন। ১৩
দূরে থাকি ব্যূঢ় দেখি মহারাষ্ট্রী সেনা
জয় সিংহ শীঘ্র সেনা সাজায় আপনা। ১৪

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ মধ্যে গোলন্দাজ
দুই কোণে সংখ্যাতীত খড়্গী তীরন্দাজ। ১৫
নিজে রাজা জয় সিংহ সে ভাগ চালায়
বিস্তর সামন্ত চলে তাহার আজ্ঞায়। ১৬
বাম পাশে দৃঢ় ব্রত অশ্বে রাজপুত
অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত সমরে অদ্ভুত। ১৭
দক্ষিণে প্রকাণ্ড চমূ পাঠান সোয়ার
আস্ফালন করি অস্ত্র ছাড়ে হুহুঙ্কার। ১৮
ছত্র সিংহ নীত যত হিন্দু অশ্বীগণ
দিলির পাঠান অশ্ব করিছে চালন। ১৯
রণবাদ্য সমুদ্ধত তালে তালে চলে
উৎসাহে প্রমত্ত রণ আরম্ভে দুদলে। ২০
সেনার হুঙ্কার ধ্বনি করি দ্বিগুণিত
কামান নিনাদ করে পৃথিবী কম্পিত। ২১
মুহূর্ত্তে ধূমানি জালে ঢাকিল গগণ
দিবারম্ভে অমা নিশি যেন প্রবর্ত্তন। ২২
অথবা কৃত্রিম ঘন যেন ঘনতর
আঁধারে পূরিল ধরা ঢাকি দিনকর। ২৩
নর গজ অশ্ব বিট উত্থিত বালুকা
ধূমে মিলি রোধে দৃষ্টি যেন যবনিকা। ২৪

অবিরত ক্রোধোদ্ধত ধ্বনি শুনা যায়
ঋতু পরিবর্ত্ত কালে মহা ঝড় প্রায়। ২৫
কামান গর্জ্জন যেন গর্জ্জে ঘন ঘটা
উদ্‌গারিত অগ্নি যেন বিজুলীর ছটা। ২৬
দম্ভিত বারুদ বেগে দ্রুতগামী গোলা
কৃত্রিম অশনি প্রায় রণে করে খেলা। ২৭
বিকম্পিত বায়ু মধ্যে তীর বর্শা গুলি
ধূলিধ্বজ বাতাবর্ত্তে যেন তৃণ ধূলি। ২৮
দূরে থাকি শস্ত্র ক্ষেপ করে পদাতিক
অজ্ঞেয় কে কত বলী কত সাহসিক। ২৯
যত বার ছাড়ে গুলি তত অগ্রে সরে
ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয় পরস্পরে। ৩০
হাতাহাতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবার আগে
সমান পৌরুষে যুঝে পত্তি দুই ভাগে। ৩১
পত্তির দু পাশে যুঝে অশ্বারোহী গণ
নিকটস্থ সম্মুখীন সহ প্রহরণ। ৩২
ঢাল, জাল সমাবৃত শরীর মোগল,
নানা অস্ত্র ভারে ভারী যবনের দল। ৩৩
উচ্চ পুষ্ট অশ্বোপরি সুন্দর সজ্জিত
যাবনিক অশ্বারোহী অতি সুশিক্ষিত। ৩৪

অলস বিলাসী তারা উগ্র মহাবল
প্রস্থানে ধাবনে ধীর সমরে অটল। ৩৫
পক্ষান্তরে বর্গী সেনা খর্ব্ব দৃঢ় কায়
লঘু ভার অঙ্গ বস্ত্র উত্তরীয় গায়। ৩৬
প্রথমতঃ সমাসক্ত অশ্বারোহী গণ
পরস্পর বিজিগীষু মারে প্রহরণ। ৩৭
কবচে রক্ষিত দেহ পাদশাহী ঠাট
অস্ত্রাঘাত দেহে তাই নাহি বসে ঝাঁট। ৩৮
বর্ম্মহীন বর্গী দেহ অরক্ষিত প্রায়
অবাধে শত্রুর অস্ত্র বসে গিয়া তায়। ৩৯
অথচ পাদশাহী সেনা ভারে গুরুতর
ধীরকর্ম্মা সুপ্রকাণ্ড যেন্ন অজগর। ৪০
লঘুগতি মহারাষ্ট্রী নকুলের প্রায়
শত্রু অস্ত্র দেখি সদা সরিয়া পলায়। ৪১
বর্গী অশ্ব মধ্যে গুপ্ত পদাতিক গণ
বিপক্ষের অশ্ব প্রতি মারে প্রহরণ। ৪২
অস্ত্রাঘাতে অশ্ববর করে ছট্ ফট্
অথবা পলায় দূরে না আসে নিকট। ৪৩
অশ্বের বিগতি হেতু আরোহী অস্থির
বর্গী অশ্বী আসি দ্রুত কাটে তার শির। ৪৪

সফল হইল রণে বর্গীর কৌশল
বিকল পাঠান অশ্বীদল বিশৃংখল। ৪৫
সময় বুঝিয়া কহে গর্জ্জি মালেশ্বর
"অগ্রে সরি দেও হানা জিনিবে সমর,
অবহেলা করি যদি কাট এসময়
ব্যর্থ অনুতাপ পরে করিবা নিশ্চয়"। ৪৬। যু
এত বলি তীব্র বেগে নিজে অগ্রগতি
তৎসহ সবেগে চলে যত যোদ্ধৃপতি। ৪৭
ভাঙ্গিল পাঠান দল বিক্রমে অধিক,
পলাইল ভঙ্গ দিয়া যে পারে যে দিক। ৪৮
দ্রুতগামী বর্গীসেনা পাছে পাছে ধায়
খণ্ড খণ্ড করে অরি যারে যথা পায়। ৪৯
ত্যজিয়া ব্যথিত অশ্ব নামিয়া ভূমিতে
পলায় পাঠান অশ্বী বিপদে তরিতে। ৫০
অশ্বারোহী অগ্রে কোথা দৌড়ে পাবে ত্রাণ
হতাহত বন্দী হৈল বিস্তর পাঠান। ৫১
অন্যদিকে লোমহর্ষ সমর ভীষণ
যুঝিছে মাওলী সহ রাজপুত গণ। ৫২
যে কারণে পরাজিত দুর্জ্জেয় পাঠান
সে কারণে রাজপুত অর্দ্ধ ভঙ্গীয়ান। ৫৩

হিন্দুর কৌশল তদা হিন্দু পায় টের
অশ্বীদল মধ্যে আছে পদাতিক ঢের। ৫৪
সেই পদাতিকে করে বাহন বিকল
সে হেতু পরাস্ত প্রায় রাজপুত দল। ৫৫
বর্গীর কৌশল বুঝি রাজপুত চয়
ভূমে নামি অর্দ্ধ যোধ পদাতিক হয়। ৫৬
বর্গীদলে পঁত্তি অশ্বী ছিল যে প্রকার
তুল্যভাবে রাজপুত করে প্রতিকার। ৫৭
সুশিক্ষিত বলাধিক রাজপুত বীর
দণ্ডেকে মাওলী গণে করিল অস্থির। ৫৮
মাওলী দলের নেতা নিজে বর্গীরাজ
সেনা পলায়নোত্থত দেখি পায় লাজ। ৫৯
না গণে আঘাত রাজা না গণে মরণ
বিবিধ উপায়ে করে চমূ সম্বরণ। ৬০
ব্যূহপৃষ্ঠে দ্রুত রাজা করে বিচরণ
উৎসাহ বচনে করে সাহস বর্দ্ধন। ৬১
যেদিকে সমরে সেনা নিহত বিস্তর
সেদিকে নিয়োগ করে নূতন পল্কর। ৬২
তিরস্কারে, পুরস্কারে, কিম্বা অনুরোধে
পুনশ্চ প্রকৃষ্ট করে ভগ্নোদ্যম যোধে। ৬৩

সামান্য সৈনিক সম নিজে কষ্ট বহে
তাহার দৃষ্টান্তে সেনা সর্ব্ব কষ্ট সহে। ৬৪
অনুনয়ে সেনা দলে কহে বর্গী পাল
"সহ রে! সহ রে। সবে সহ কিছু কাল;
তাড়ায়ে পাঠানে ফিরিবেক মালেশ্বর
সহজে তখন হবে বিজিত সমর;
স্বধর্ম্ম স্বজাতি আর স্বদেশের মান
তোমাদের হাতে আজি বন্ধু জন প্রাণ;
নশ্বর জীবন জান কীর্ত্তি চিরস্থায়ী
ধর্ম্ম যুদ্ধে স্বর্গ লাভ যদি রণশায়ী;
ধর্ম্মনিষ্ঠ চিত্তে সবে তিষ্ঠ দৃঢ়তায়
নিশ্চয় বিজয় হবে ধর্ম্মের কৃপায়"। ৬৫ কুলক
বাল্যাবধি মাওলীরা শিবজীর চেলা
তার বাক্য করিতে না পারে অবহেলা। ৬৬
আরাতি প্রবলতর কৃত প্রপীড়িত
অপাকৃত বটে কিন্তু নহে পরাজিত
হতাহত বহুতর হইল পল্কর
তথাপি অপরাং মুখ চালায় সমর। ৫৬ যু
মোগলীয় গোলন্দাজ আর পদাতিক
জয়সিংহ প্রচোদিত অতি সাহসিক

অগ্নিবৃষ্টি করে আর ক্রমে অগ্রে চলে
অল্প কালে বহু বর্গী পড়ে রণ স্থলে। ৬৮ । য়
প্রকাণ্ড কামান সব পাদশাহী ঠাটে
বিনাশে বিপক্ষ সেনা দূরে কি নিকটে। ৬৯
না চলে বর্গীর গোলা, তীর তত দূর
সে হেতু বর্গীর ক্ষতি হইল প্রচুর। ৭০
হতাহত ক্ষত বর্গী হইল বিস্তর
রক্তস্রাবে নিঃসাহস ক্ষীণকলেবর। ৭১
জয়সিংহ দেখে এই উত্তম সময়
উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জি রাজা সৈন্যগণে কয়। ৭২
"দুর্ব্বল হইল এবে দুরন্ত ডাকাত
দ্রুত গিয়া দস্যুগণে কররে ! নিপাত"। ৭৩
সে বাক্যে মোগল চমু ক্রোধোদ্ধতমতি
মহোৎসাহে খড়্গ হস্তে ধায় শত্রু প্রতি। ৭৪
পল্কর বুঝিল নহে সাধ্য নিবারণ
ভঙ্গ দিয়া বায়ুবেগে করে পলায়ন। ৭৫
জয়সিংহ জানে বর্গী অতি দ্রুতগামী
ধাবনে ধরিতে কভু না পারিব আমি। ৭৬
ত্যজিয়া ধাবন তাই বর্গী পদাতিকে
বামে ঘুরে, বর্গী পতি যুঝিছে যে দিকে। ৭৭

শিবজী জানিলা আর যুদ্ধে শ্রেয়ঃ নাই
জীবন বাঁচিবে যদি সত্বরে পলাই। ৭৮
না আসিতে জয়সিংহ সহ সেনাগণ
সুশৃঙ্খলে বর্গীরাজ করে পলায়ন। ৭৯
তাড়ায়ে পাঠান গণে, কাটিয়া বিস্তর,
রাজার সাহায্যে ফিরে আসে মালেশ্বর,
জয়ী দেখি জয়সিংহে, ব্যাকুল হৃদয়ে
সদলে পলায় ক্ষুব্ধ. অচল মলয়ে। ৮০। যু
রাজপুত অশ্বারোহী ধায় তার পাছে
খণ্ড খণ্ড করি কাটে যারে পায় কাছে। ৮১
বহু বর্গী মরে, অন্যে করে পলায়ন.
পর্ব্বত জঙ্গলাশ্রয়ে বাঁচায় জীবন। ৮২
মোগলের জয় হৈল সর্ব্বথা প্রকারে
আলিঙ্গন পরস্পর করে শিষ্টাচারে। ৮৩
নৃত্য গীত বাদ্য হয় উৎসব বিস্তর
আনন্দে যবন গণ কহে পরস্পর—৮৪
"হারিল কাফর হিন্দু গোলামের জাতি
কি জানে সমর তারা, ব্যবসা ডাকাতি ;
সর্ব্বত্র বিজয়ী সদা রসুলের চেলা
যুদ্ধ কার্য্য আমাদের আমোদের খেলা ;

দেখে শুনে দাস হৈয়ে থাকে রাজপুত ;
অধম পল্কর জাতি পূজা করে ভূত
ভূতের প্রশ্রয়ে হৈল বিদ্রোহী পামর
পাইল তাহার সাজা কাফর নফর ;
ভাঙ্গিব এখন সব হিন্দুর মন্দির,
সতীত্ব হরিব সব হিন্দু রমণীর,
ভূত পূজা ছাড়াইব বসাব ইস্‌লাম,
পোড়াব পুরাণ বেদ স্মৃতি ও আগম,
তাড়াইব ভূতগণে সহিত শয়্‌তান
কাটিব তাহারে যে না হবে মুসল্‌মান" । ৮৫ । কুলক
সেই কথা জয়সিংহ শুনিতে পাইল
জয় হেতু হর্ষ গিয়া দুঃখ উপজিল । ৮৬
মনে মনে ভাবে রাজা বিষণ্ণ অন্তর
গোলামের জাতি হৈনু জিনিয়া সমর । ৮৭
ধর্ম্মলোপ শাস্ত্রলোপ এ যুদ্ধের ফলে
ঘুষিবে কুকীর্ত্তি মম সমস্ত ভূতলে । ৮৮
বিধর্ম্মীর সেবা করে নরাধম জন
স্বজাতি স্বধর্ম্ম নিন্দা শুনে অনুক্ষণ । ৮৯
স্বচক্ষে দেখিতে হবে স্বধর্ম্মের লোপ
কুকর্ম্ম করিনু স্বয়ং, কারে করি কোপ । ৯০

অনুশোচমান রাজা ভাসে অশ্রুনীরে
ত্যজিয়া উৎসব চর্চ্চা ফিরিল শিবিরে। ৯১
তারে দেখি করে সবে জয় জয়কার
সম্বর্দ্ধন বাক্যে তার বর্দ্ধিত বিকার। ৯২
না করে আহার রাজা না কহে বচন
মনস্তাপে দীর্ঘ নিশি করিল যাপন। ৯৩

মাহরাষ্ট্রীয়দিগের জল্পনা।

অমিতাক্ষরা।

এদিকে মলয়াচলে মহারাষ্ট্রীগণ
মনোদুঃখে অধোমুখে বসি ধরাসনে,
মৌন ভাবে হৃদি দগ্ধ চিন্তাপরায়ণ
কি উপায়ে রক্ষা পায় পুরন্দর গড়। ১
বিশেষতঃ মালেশ্বর বীরত্বাভিমানী,
মানীর মরণাধিক মানভঙ্গ, যদি,
অতিক্ষোভে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে পুনঃ পুনঃ,
মাথা তুলি কারো পানে নাহি চায় লাজে। ২
সদ্য যুদ্ধে রণশায়ী পল্কর বিস্তর,
সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত অবশিষ্ট যারা,

বিস্মৃত আঘাত ব্যথা কষ্ট আপনার,
আত্ম জন রক্ষা হেতু চিন্তিত পল্কর ;
উভয় ব্যথার মধ্যে গুরুতর যাহা
তাহে মন ব্যস্ত খল্, ভুলি ক্ষুদ্রতরে। ৩
উদ্ভাবন করে সবে বিবিধ উপায়,
অবলম্ব্য সদুপায় করে এক স্থির
অমনি বিবিধাপত্তি মানসে উদয়,
সে উপায় ত্যাগ করি চিন্তে অন্য বিধ,
আপনি খণ্ডন তাহা করে পুনরায়,
কার্য্য সিদ্ধি কিসে হবে না হয় নিশ্চয়।

পরিশ্রান্ত দিনমণি অস্তাচলশায়ী,
শীতল পবন সহ গোধূলি আগতা,
সুযোগ প্রতীক্ষা করি তমঃ সমুদায়
গুপ্ত থাকি দিবা ভাগে মলয় গুহায়,
বাহিরিয়া অধিকার করিল জঙ্গল। ৫
সংগ্রহি সাহস বল নিবিড় কাননে
মহাবেগে চারি দিকে হইয়া বাহির
ক্ষণ মধ্যে অধিকার করে সম ভূমি ;
উল্লাসে মাতিয়া ঝিল্লী উল্কামুখীগণ
ধ্বান্তের বিজয় করে চৌদিকে ঘোষণা। ৬

প্রভুর বিজয় জানি নিশাচর গণ
বাহিরিল চতুর্দ্দিকে স্বস্ব দুশ্চেষ্টায় ;
সপদি আসিয়া হর্ষে ত্রিযামা সুন্দরী
বরিলেন ধ্বান্ত-কান্তে কুমুদ মালায়,
অভিমানে কমলিনী হইল মুদিতা । ৭
কাল পেয়ে দিবা-ভীত পেচক নিকর
মাথা নাচাইয়া গায় উচ্চ করি কাণ
তমঃ সহ তামসীর সে সুখ মিলন ;
মাঝে মাঝে উচ্চরবে বাঃ হোঃ বাক্য প্রদানে
উল্কামুখী গণ দিয়া সে গানের মাণ
প্রকাশিলা গায়কের স্বর মধুরতা । ৮
গানে তুষ্ট তমোরাজ সহ তমস্বিনী
কহিলা গায়ক গণে " লহ পুরস্কার" ;
বিনয়ে পেচকগণ সে দম্পতি প্রতি
কহিল " সদয়, প্রভো ! দাস গণে যদি,
নিস্তব্ধ করাও তবে সমস্ত ধরণী ;
স্তব্ধিভাব জগতের মোরা ভাল বাসি,
নাহিক অভাব অন্য ত্বদীয় প্রসাদে " ;
" তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদিলা উভয়ে । ৯
ধ্বান্তের পরম সখা শীতল অনিল,

নিদ্রা নামে রজনীর সখী প্রিয়তমা,
ডাকিয়া উভয়ে শীঘ্র সে রাজ দম্পতি
কহিলা অমীয় বাক্যে " শুন সখা সখি।
পেচকের প্রার্থনায় মোরা প্রতিশ্রুত
নিঃশব্দ করিতে প্রাণী রাজ্যে আমাদের,
একার্য্য সাধনে যোগ্য তোমরা উভয়ে,
যাও শীঘ্র আমাদের লইয়া আরতি,
কর যাহে নাহি হয় ভঙ্গ অঙ্গীকার" ;
" যে আজ্ঞা." বলিয়া দোঁহে হইল বিদায়। ১
শীতল পবন আর নিদ্রার প্রভাবে
অচেতন ক্ষণমধ্যে পশুপক্ষী নর ;
শুধু মাত্র চিন্তা কিম্বা ব্যাধির পীড়নে
ব্যথিত যে জন, সেই নহে অচেতন ;
অচেতন নহে তাই পল্কর নিকর।১১

বর্গীগণে অচেতন করিতে উদ্যোগী
করিলা বিস্তর চেষ্টা নিদ্রা ও পবন ;
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র শর্ শর্ স্বরে
পুষ্প চন্দনের গন্ধ নাসারন্ধ্রে দিয়া,
বীজন করিয়া বহু বিশ্রামদায়ক,
ব্যর্থ সমুদায় চেষ্টা চিন্তার প্রভাবে। ১২

কে শুনে সে মৃদু শব্দ শর্ শর্ স্বর ?
কে করিবে অনুভব সুগন্ধ রাশির ?
কার সুখ হবে বল, শীতল ব্যজনে ?
অনুভূতি শক্তি মাত্র মনের কেবল,
ইন্দ্রিয়ের হেন শক্তি নাহি কদাচন ;
দুশ্চিন্তা ব্যাসক্ত যদি প্রাণীর মানস
জ্ঞান লাভে নহে শক্ত ইন্দ্রিয় নিকর ;
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার নিজে নহে জ্ঞাতা। ১৩
পরমাণু সমষ্টি এ দেহ জড়ময়
স্বতঃ চেষ্টা শক্তিহীন যন্ত্র সমতুল ;
জীবাত্মা মনের নাম, দেহ তার গৃহ,
যন্তা রূপে দেহ যন্ত্র সে করে চালন ;
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ভোগকর্ত্তা মন ;
দেহে যাবৎ মন থাকে তাবৎ কাল আয়ুঃ ;
দেহ গৃহ ত্যাগ তার মৃত্যু নামে খ্যাত। ১৪
দেহ যন্ত্রে করে মন কার্য্য সম্পাদন,
বিকল হইলে যন্ত্র কার্য্য হানি হয়,
এই হেতু শরীরের হানি বা আঘাতে
দুঃখী হয় মনো যন্তা স্বার্থ ক্ষতি জানি ;
একত্ব যদ্যপি নহে যন্ত্র ও যন্তায়,

এক বস্তু নহে যদি পণ্য পণশীল, *
একত্ব সম্ভব তবে কিসে দেহ মনে। ১৫
করে তর্ক কুতার্কিক পাষণ্ড নাস্তিক
আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অভিমান বশে,
স্বভাবে উৎপন্ন বিশ্বে প্রাণী সমুদায়,
পরমাণু গুণ মাত্র আত্মা আর মন,
সত্তা ক্ষয় পরমাণু সংযোগ বিয়োগে ;
পাষণ্ডের এই তর্ক যথার্থ যদ্যপি,
থাকিতে যথা সংযুক্ত পরমাণু গণ
কি হেতু অশক্ত সব পল্কর জীবিত
বায়ু দত্ত শব্দ, গন্ধ, শৈত্য অনুভবে? ১৬
একান্ত স্বচিন্তা মগ্ন পল্কর নিকর
না শুনিল বায়ু বাক্য, না মানিল কথা ;
না বুঝি তাদের ভাব, পাছে মরুত্বাংশ্,
শকুন্তলা প্রতি রুষ্ট দুর্ব্বাসার প্রায়,
গর্ব্বী জ্ঞানে রুষ্ট হৈয়ে দেন অভিশাপ,
এই ভয়ে আসি দ্রুত কবির কল্পনা
নিবেদিলা বর্গীদের প্রতিনিধিরূপে—১৭

---

* পণশীল—বণিক।

"যবনান্ধকারে মগ্ন ভারত এখন
ঘুচাইতে সে আঁধার সচেষ্ট পল্কর,
বাহ্যজ্ঞান হীন তারা উপায় চিন্তনে
না শুনিল তব বাক্য না মানিল তাই ;
অবাধ্য বা দুর্ব্বিনীত নহে তারা তব ;
যদিও ত্বদীয় আজ্ঞা নহে তারা জ্ঞাত
তথাপি তদাজ্ঞা তারা পালিছে প্রাকতঃ,
নিস্তব্ধ বিসংজ্ঞ তারা আছে পূর্ব্বাবধি ; ১৮
তামসীর অন্ধকার অল্পকাল স্থায়ী ;
দৈনিক শ্রমের পর জীব জন্তু যত,
সে আঁধার জ্ঞান করে বিশ্রাম সময়
ক্ষণ মৃত্যুরূপা নিদ্রা আরামদায়িনী,
অন্ন যথা রুচিকর মিষ্টান্ন ভোজনে ;
কিন্তু দেবগ! শুধু অন্ন যদি খেতে হয়
দুঃখী ভিন্ন সুখী কেহ না হয় জগতে,
পূরিলে উদর অন্নে জন্মে শত ব্যাধি ;
অবিরত নিদ্রা তথা অনিষ্ট আকর,
নহে তৃপ্তিকর তথা সুদীর্ঘ আঁধার ; ১৯
প্রায় চারি শত বর্ষ যখন তিমির
রেখেছে আচ্ছন্ন হায় ! সোনার ভারত,

পুনঃ পুনঃ দিনমণি হইল উদিত,
ঘুচাইল বারম্বার তামসীর তমঃ
অমুক্ত যবন ধ্বান্ত হায় রে ! তথাপি ;
কাটে কি নিদ্রায় দেব ! এত দীর্ঘকাল
কেমনে সুষুপ্ত তবে রবে আর্য্য কুল ?
অংশুমালী বংশ জাত মহারাষ্ট্র পতি,
রশ্মি রূপে সঙ্গী তাঁর মাওলী পল্কর,
ঘুচাতে যবন রূপ পাপ অন্ধকার
"একান্ত মিলিষ্ট চিত্তে উপায়ানুধ্যায়ী ;
সজ্জন হিতার্থী তুমি জগতের প্রাণ
তিমির অধ্যাস পাপ যবনেরা জানি,
ভারত নিষ্কৃত হৌক কর আশীর্ব্বাদ,
বর্গী গণে অনুগ্রহ রাখ নিরবধি ;
কল্পনা আমার নাম বাগ্দেবীর দাসী
বর্গীর প্রতিভূরূপে কহিনু বিস্তর
ক্ষম অপরাধ দেব ! এ বিনতি পদে" । ২১
আভাস পাইবা মাত্র বুঝে বুদ্ধিমান্,
বুঝিলা সমস্ত মর্ম্ম বায়ুদলপতি,
অনুরোধ অনুযোগ না করি পল্করে
অন্তর্হিত হৈলা দ্রুত আশীর্ব্বাদ করি । যু ২২

পবন প্রস্থানে এবে নির্ব্বাত সে স্থান
বর্গীদের সমাবিষ্ট উপত্যকা ভূমি,
একে তো নিদাঘ কাল তাহাতে নির্ব্বাত
তৃতীয়ে বিগত রণে কৃত পরিশ্রম
চতুর্থে দুশ্চিন্তা জন্য মানসিক ব্যথা,
এবংবিধ বহু সংখ্য কারণ সংযোগে
বহিল ঘর্ম্মের ধারা বর্গীদের দেহে
তিতিয়া বসন রাশি পড়ে ভূমিতলে। ২৩
অতি গ্রীষ্মে প্রাপ্ত সংজ্ঞ মহারাষ্ট্রী গণ
পরস্পর মুখ পানে চাহে বাক্য হীন;
স্তব্ধ ভাব ভঙ্গ করি কিছু কাল পরে
সাক্ষেপে গম্ভীর ভাবে কহিলা শিবজী। ২৪
" ক্ষুদ্র তরি সম হায়! পুরন্দর গড়
দেখ হে! নিমগ্ন প্রায় যবন সাগরে,
আমাদের পরিজন তাহাতে আরোহী,
উদ্বেলিত চারি দিক্ সমর বাত্যায়;
না দেখি সহায় রূপ কূল উপকূল
অথবা আশ্রয় তরু সানুকূল গিরি
না দেখি উপায় কোন রক্ষিতে সে তরি;
বাতোত্থিত ঊর্ম্মি মাঝে যদি পোত পড়ে

টল মল করে তরি বায়ুর প্রভাবে,
সুবিজ্ঞ নাবিক তরি বায়ু মুখে ধরে,
পা্ল ভরে কাটাইয়া তরঙ্গ নিচয়,
বায়ু ধরি ত্রাণ পায় বায়ুজ বিপদে ;
আছাড় খাইয়া যদি পড়ে ভূমিতলে
ভূমি ধরি পুনঃ লোক হয় সমুত্থিত
যাহাতে অপায় করে তাহাতে উপায়। ২৫
সেই রূপ মনে আমি করিয়াছি স্থির
জয় সিংহ কৃত এই বিষম বিপদে
করিব স্বজন রক্ষা জয় সিংহে ধরি। ২৬
আপনি যাইয়া আমি শিবিরে তাহার
শিষ্টাচারে বুঝাইয়া কহিব রাজাকে
রক্ষিতে স্বজাতি মান স্বধর্ম্ম গৌরব ;
বংশ অনুক্রমে রাজা ক্ষত্রিয় প্রধান,
যদিচ সংসর্গ দোষে আছে ছন্ন মতি,
বুঝাইলে অবশ্যই পারিবে বুঝিতে
স্বজাতি স্বধর্ম্ম প্রেম স্বাভাবিক লোকে ;
বুদ্ধিমান্ জয় সিংহ আন্তরিক সাধু
ভ্রম বশে করে রাজা জ্ঞাতি হিংসা পাপ ;
বুঝাইলে পাপ পুণ্য সম্যক প্রকারে

অবশ্য মৎপক্ষ হবে আম্বেরাধিকারী
ঘুচিবে বিপদ হবে বহু উপকার।
উভয়ে একত্র মিলি করিব যতন
তাড়াইব সিন্ধু পারে হিন্দুর অরাতি ”। ২৭

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুনিয়া রাজার বাণী বর্গীগণ অভিমানী
তপ্ত চিত্তে করিছে উত্তর
কোন্ দুঃখে হেন মতি কেন যাবা নরপতি
ভয়ংকর শত্রুরণভিতর ? ১
রণে জয় পরাজয় কালে সকলেরি হয়
কারো ভাগ্য নহে চির স্থির ;
হারিয়াছি এক বার শীঘ্র তার প্রতিকার
পুনঃ যুদ্ধে করিব সুধীর ! ২ .
দেখুন মোগল গণ সুরাটে হারিল রণ
এবার হয়েছে রণ জয়ী ;
আমরাও সেই রূপ পুনর্জ্জয়ী হব ভূপ
যদি হই দৃঢ়াধ্যবসায়ী। ৩

সকল দুর্গের বড় দৃঢ় পুরন্দর গড়
শীঘ্র তার না হবে পতন ;
করিয়া বিবিধোপায় আক্রমিয়া পুনরায়
ইতি মধ্যে তাড়াব যবন। ৪
তাহে যদি নহে মুক্তি তবু নহে এ সুযুক্তি
প্রাণ দেওয়া গিয়া শত্রু পাশে ;
মহারাজ দিলে প্রাণ বন্ধুজন নহে ত্রাণ
কোন্ লাভ তবে আত্ম নাশে ? ৫
বরং তব বিদ্যমানে ভয় পাবে মুসল্‌মানে
তব আত্ম জনে দিতে কষ্ট ;
হইলে তব অত্যয় মিটিবে শত্রুর ভয়
সর্ব্বজনে করিবেক নষ্ট। ৬
আমাদের শুভ কালে রাখিয়াছি বন্দী শালে
দুই বর্ষ সম্রাট কুমারী ;
আত্ম জন আমাদের বন্দী হৈলে মোগলের
পুনঃ মোরা আনিব উদ্ধারি। ৭
অতএব মহাশয় ! ত্যজিয়া অলীক ভয়
কর তুমি পৌরুষ আশ্রয় ;
বিপদে ত্যজি পৌরুষ হইতে শত্রুর বশ
কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নয়। ৮

কর নিয়া নিজ ঠাট চারিদিকে লুটপাট
মার কাট দিবস যামিনী ;
অন্নাভাবে অতিব্যস্ত বন্দীগণে ছাড়ি ত্রস্ত
পলাইবে যবন বাহিনী । ৯
কহিছেন মালেশ্বর এ যুক্তি নহে সত্বর
অবধান কর নরপতি ;
পরজন্য জাতি নাশে যে জন, তাহার পাশে
কি বিশ্বাসে হবে তব গতি । ১০
কিবা জয় সিংহ ছার কিসের ক্ষত্রত্ব তার
জঘন্য সে যবনের দাস ;
স্বজাতি আর স্বধর্ম্ম হিংসা যার নিত্যকর্ম্ম
নহে শ্রেয়ঃ তাহাকে বিশ্বাস । ১১
সকলে কহিল যাহা আমার মানিত তাহা
আত্ম হত্যা নহে বীর ধর্ম্ম ;
যদি আত্ম জন মরে যোগ্য প্রতিহিংসা ক'রে
বীরোচিত কর প্রেত কর্ম্ম । ১২
স্বজাতি স্বধর্ম্ম হিতে যে যুঝে শত্রু সহিতে
সে কি হয় কাতর কখন ?
যেখানে হইবে রণ অবশ্যই বহুজন
যুদ্ধকার্য্যে হইবে নিধন । ১৩

তবে আত্মজন ক্ষয় ভাবি কেন মহাশয়
এত দূর হলেন ব্যাকুল ?
কর্‌তে আত্ম সমর্পণ কিহেতু তব মনন
কেন তব আজি স্থূলে ভুল। ১৪
এবাসনা করি ত্যাগ সেনা করি চারি ভাগ
শত্রু প্রতি করহ উৎপাত ;
ছলে, বলে কি কৌশলে যাহাতে সুফল ফলে
তাহে কর অরাতি নিপাত। ১৫
জয় সিংহে দেখে যদি মনে কর নরনিধি
এই বটে বিপত্তি কারণ,
আজ্ঞা পেলে আমি গিয়া জয় সিংহে বিনাশিয়া
সদ্য করি সে বিঘ্ন ভঞ্জন। ১৬
যে কার্য্য করিতে হয় মোরে কহ মহাশয়
আমি করি সে কার্য্য সাধন ;
হেন বিধি কোথা আছে সেবক থাকিতে কাছে
দুষ্করেতে প্রভুর গমন। ১৭
জান তুমি নরেশ্বর ! চিত্তে ভীত মালেশ্বর
কোন কার্য্যে না হয় কখনে ;
বাহিনী রক্ষা নিমিত্ত নিরুপায় ক্ষুব্ধচিত্ত
প্রত্যাবৃত্ত শুধু অদ্য রণে। ১৮

শত্রু অশ্বী পদাতিক সংখ্যায় অত্যন্তাধিক
তিন দিক ঘিরিল আমার
বুঝিলাম এ আহবে কভু জয় নাহি হবে
দুঃসাহসে শুধু অপকার। ১৯
শুনি লোক অনুরোধ শত্রুগণে প্রতিশোধ
ভবিষ্যতে প্রদানের আশে,
সদলে অভীত চিত্ত হইলাম প্রত্যাবৃত্ত
পরে অরি বিনাশ প্রয়াসে। ২০
এবে যদি আজ্ঞা পাই দূত বেশে চলে যাই,
একা আমি মোগল শিবিরে ;
সংগুপ্ত প্রখর খড়্গে কাটিব যবন বর্গে
জয়সিংহ সহিত দিলিরে। ২১
জয় সিংহে বধ করি যদি আমি প্রাণে মরি
মহারাষ্ট্রে না হবে অনিষ্ট,
না হইবে অরাজক কিম্বা সেনা অনায়ক
বরং লাভ হইবে অভীষ্ট। ২২
কিন্তু যদি মহারাজ ! নিজে করতে হেন কাজ
শত্রু হস্তে হারাও পরাণ,
সেনাগণ হবে নষ্ট প্রজাগণ পাবে কষ্ট
মহারাষ্ট্র নিবে মুসলমান। ২৩

অতএব মহীপাল ! এ যুক্তি সর্ব্বথা ভাল
তুমি থাক, আমি করি কাম
এক দিন মধ্যে যদি জয় সিংহে নাহি বধি
ব্যর্থ তবে মালেশ্বর নাম। ২৪
এক জন দিলে প্রাণ যদি অনেকের ত্রাণ
ক্ষত্র জন্মে শ্লাঘ্য সে মরণ ;
সে মৃত্যুতে নৃপ মণি ! কষ্ট আমি নাহি গণি
অরি কুল করি নির্ঘাতন। ২৫
মরিলে সেনানী দ্বয় মোগলেরা পেয়ে ভয়
পলাইবে ত্যজি অবরোধ ;
কাটি শত্রু যথা সাধ্য রক্তে করি প্রেত শ্রাদ্ধ
মম মৃত্যু দিও প্রতিশোধ। ২৬
ধর্ম্ম আর সেনা রাখ প্রজার মঙ্গল দেখ
ক্রমে কর ভারত উদ্ধার ;
কার্য্যোদ্ধারে যাই আমি আশীর্ব্বাদ কর স্বামী
এই শেষ প্রার্থনা আমার। ২৭

পয়ার।

সাধু বীরোচিত বাক্য কহে মালেশ্বর
সম্ভ্রমে শিবজী তারে করিলা উত্তর। ১
সম্পদে যদ্যপি আমি সবার প্রধান
বিপদে কর্ত্তব্য মম অগ্রতঃ বিধান। ২
দুঃখের প্রধান অংশ যে নায়ক লয়
কর্ত্তৃত্ব প্রাধান্য সুখ তৎপ্রাপ্য নিশ্চয়। ৩
কুণ্ঠিত দুঃখের ভার নিতে যে নায়ক
ঐহিকে সে লভে নিন্দা অন্তিমে নরক। ৪
প্রজা হিতে প্রাণ দিতে নহে যে কুণ্ঠিত
যোগ্য সেই সিংহাসনে হইতে শোভিত। ৫
স্বার্থ হেতু করে যেই রাজস্ব গ্রহণ
রাজা নহে ধনহারী দস্যু সেই জন। ৬
মমাভাবে সবে হবে শত্রু হস্তে নষ্ট
এ কথায় পাই আমি আন্তরিক কষ্ট। ৭
চিরজীবী নহি আমি অবশ্য মরিব
নেতৃত্ব সুচির তবে কেমনে করিব। ৮
মম মৃত্যু মাত্র যদি রাজ্য ধ্বংস হয়
এতাধিক আছে কিবা দুঃখের বিষয়। ৯

যশঃপ্রার্থী নহি আমি চাই দেশ হিত
স্বার্থাপেক্ষা ধর্ম্মোন্নতি আমার বাঞ্ছিত । ১০
চায় বটে স্বার্থপর গর্ব্বী দুরাশয়
মম সম কেহ যেন আর নাহি হয় ! ১১
কিন্তু যে দেশহিতৈষী সুপ্রশস্তমনা
না করে সে কভু হেন নিকৃষ্ট বাসনা । ১২
সে চাহে মৎপরবর্ত্তী স্বদেশীয় যত
মমাপেক্ষা ক্রমে ক্রমে হউক উন্নত । ১৩
হউক বর্দ্ধিত ক্রমে দেশের গৌরব
বাড়ুক দেশের ধর্ম্ম বিক্রম বৈভব । ১৪
একান্ত বাসনা মম হৃদয়ে কেবল
* মমাপেক্ষা রঘু হও তোমরা সকল । ১৫
প্রাধান্য ঐক্যের আমি স্থাপিনু সোপান
তোমাদের গুণে ক্রমে হৌক বর্দ্ধমান । ১৬
পড়িয়া শত্রুর পাকে যদি আমি মরি
তোমরা শোধিবা তাহা প্রতিহিংসা করি । ১৭
সমস্ত ভারত ক্রমে করিবা মোচন
তাড়াইবা সিন্ধু পারে পাপিষ্ঠ যবন । ১৮

* রঘু—সক্ষম, সুপারগ, অগ্রগামী ।

পর হেতু যুঝে যারা বেতনের আশে
তাহারাই ভঙ্গ দেয় প্রভুর বিনাশে। ১৯
স্বদেশ স্বধর্ম্ম হেতু যারা মজে রণে
তাহারা কি ক্ষান্ত কভু প্রভুর মরণে? ২০
স্বাবলম্বি যুঝে তারা শত্রুর সহিতে
প্রভুর তর্পণ করে শত্রুর শোণিতে। ২১
সাহসী সুবুদ্ধি বীর মম সেনা গণ
নাহিক ইহাতে কেহ অক্ষম দুর্জ্জন। ২২
সেনাপতি গণ মম সবে কার্য্যক্ষম
মহাবীর মালেশ্বর যোদ্ধা অনুপম। ২৩
পলাইল মালেশ্বর সেনার সহিত
যোগ্য বটে এই কার্য্য বিজ্ঞের উচিত। ২৪
বুদ্ধিমান যথাকালে করে পলায়ন
অসাধ্য সাধিতে মুর্খ হারায় জীবন। ২৫
অবার্য্য বিপদাৎ করে অক্ষত প্রস্থান
নহে অযোগ্যতা তাহে যোগ্যতা প্রমাণ। ২৬
দিলির রক্ষিত জিনি পাঠান নিকর
বীরত্বের পরিচয় দিল মালেশ্বর। ২৭
পরে শত্রু সংবেষ্টনাৎ পলায়ন করি
দেখাইল বিজ্ঞতার ফল হিতকরী। ২৮

উভয়তঃ মালেশ্বর প্রশংসা ভাজন
না দেখি ইহাতে কোন লজ্জার কারণ। ২৯
বরং সকলের কাছে ইহা আমি চাই
যখন কর্ত্তব্য যাহা করে যেন তাই। ৩০
শিখায়েছি তোমাদেক আমি যাহা জানি
স্ব বুদ্ধিতে হও সবে সমধিক জ্ঞানী। ৩১
যোগ্য এবে তোমরা লইতে মমভার
তবে কোন্ ক্ষতি এবে মরণে আমার ? ৩২
শিখিয়াছ সর্ব্ব কার্য্য তোমারা সকল
এক গুণ তোমাদের নাহিক কেবল। ৩৩
লোক বশ কার্য্যে মম ক্ষমতা বিস্তর
অনায়াসে করি বশ পশু পক্ষী নর। ৩৪
বশিতে আম্বের রাজে আপনি যাইব
কার্য্য উদ্ধারিব কিম্বা চেষ্টায় মরিব। ৩৫
দুর্গম খনির গর্ভে ফণীতে বেষ্টিত
বহুমূল্য রত্ন রাজি থাকে বিনিহিত। ৩৬
মারাত্মক বায়ু মাঝে অত্যন্ত মলিন
অঙ্গার সদৃশ মণি থাকে দীপ্তিহীন। ৩৭
বহু কষ্ট করে লোক মণি আহরণে
যত্নে রত্ন পরিষ্কার করে লুব্ধ মনে,

সুদীর্ঘ কুষ্টের ফল তার পরে পায়
অসহ্য দারিদ্র্য দুঃখ চির তরে যায়। ৩৮। যু
বীর রত্ন জয়সিংহ সাধু সুপ্রবীণ
যবন সংসর্গ দোষে আছে সে মলিন। ৩৯
মম উপদেশ যদি জয় সিংহ ধরে
সহজে তাড়াব তবে যবন নিকরে। ৪০
যদি সে বিপক্ষ হৈয়ে বিপদ ঘটায়
একা আমি পাব কষ্ট নাহি ক্ষতি তায়। ৪১
অবশ্য করিব দেখা তাহার সংহতি
দেখি কি উত্তরে মোরে আম্বেরাধিপতি। ৪২
না হয় শিবিরে যাবৎ মম আগমন
প্রতিনিধি মালেশ্বর র'বে ততক্ষণ। ৪৩
এত বলি করে রাজা যাত্রার বিধান
সম্ভাবিয়া সর্ব্ব জনে প্রধানাপ্রধান,
স্নেহ পাত্রে. ভৃত্য গণে আশীর্ব্বাদ করি,
গুরু জন আশীর্ব্বাদ শিরোদেশে ধরি.
শিব শিবা ধ্যান করি, ব্রাহ্মণের বেশে
এক মাত্র ভৃত্য সহ চলে কর্য্যোদ্দেশে। ৪৪। কুলক

শিবজী ও জয় সিংহের সাক্ষাৎ।

পয়ার।

দৌবারিক বার্ত্তা দিল জয় সিংহ পাশে
উপাগত বর্গীদূত দ্বারে সন্ধি আশে,
এক ভৃত্য সহাগত সে দূত ব্রাহ্মণ
অনুমতি হয় যদি করি আনয়ন ॥১॥
আজ্ঞা পেয়ে দৌবারিক পুনর্দ্বারে যায়
কৌশেয় সম্মুখে নীত একা বর্গীরায়। ২
গাদী আটা খাটে বসি তকিয়া হেলানে
জয় সিংহে বর্গীরাজ দেখিলা সেখানে ;
হাতে তুলসীর মালা ললাটে চন্দন
এক ধুতী পরা, নাহি অপর বসন ;
দুই ভৃত্য করে পাখা চামর ব্যজন
পার্শ্বে দুই চারি হিন্দু নাহিক যবন ;
সাজ ধ্বজ ত্যক্ত তবু দেহ সুষুমায়
অনায়াসে রাজা বলি তারে চেনা যায়। ৩। কু
নত শিরে হাত তুলি শাহুর কুমার
রাজ ব্যবহারে তারে করে নমস্কার। ৪
আশ্চর্য্য হইয়া রাজা করে নিরীক্ষণ
বিপ্রবেশী দূত দেহে ক্ষত্রিয় লক্ষণ। ৫

আশ্চর্য্য হইয়া রাজা করিলা জিজ্ঞাসা
দ্বিজ হৈয়ে কেন দূত ! করিলা সম্ভাষা ? ৬
আকৃতিতে দেখি তব ক্ষত্রিয় লক্ষণ
ছদ্ম বেশে আসিয়াছ হেন লয় মন। ৭
দূত কহে মহারাজ ! তুমি বুদ্ধিমান
সম্পূর্ণ যথার্থ বটে তব অনুমান। ৮
ক্ষত্র আমি, নহি বিপ্র, নহি কারো দূত
শিবজী আমারি নাম আমি শাহু সুত। ৯
আমারি রাজত্ব এই মহারাষ্ট্র দেশ
কার্য্য অনুরোধে ধরিয়াছি ছদ্ম বেশ। ১০
জয় সিংহ কহে যদি তুমি বর্গীরায়
নিশীথে একাকী কেন আইলা এথায়। ১১
* অবোত্তরে কহিলেন শাহুর কুমার
আশ্চর্য্য দেখিনু তব অতিথি সৎকার ! ১২
ক্ষত্রিয় নৃপতি আমি সূর্য্যবংশ জাত
মম নমস্কারে তুমি না তুলিলা হাত। ১৩
শতেক যোজন মম রাজ্য সুবিস্তৃত
কোটি প্রজা লক্ষ যোদ্ধা আমার রক্ষিত;

* অবোত্তর—বক্র উত্তর (প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলা)।

স্বাধীন নৃপতি আমি খ্যাত পরাক্রম
নহে যোগ্য অভ্যাগতে করা অসম্ভ্রম। ১৪ যু
নীচে দাঁড়াইয়া আমি, তুমি বসে খাটে,
এতই কি তুচ্ছ আমি তোমার নিকটে? ১৫
ধর্ম্ম শাস্ত্র বিগর্হিত ত্বদীয় আচার
কোথাও না শুনি হেন রাজ ব্যবহার। ১৬
জয় সিংহ কহে তুমি কিসের ক্ষত্রিয়
দুরাচার দস্যু তুমি অতি নিন্দনীয়। ১৭
লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মন্দ তব আচরণ
সর্ব্বত্র তোমাকে ঘৃণা করে সাধুজন। ১৮
জিনিতে যে দেশ অন্যে না করে মনন
তথায় স্বাধীন হৈতে পারে সর্ব্বজন। ১৯
হীন কর্ম্মা কাফ্রি শ্রেষ্ঠ মরু মধ্য স্থলে
কিম্বা যথা পশু রাজা নিবিড় জঙ্গলে। ২০
তাদৃশ স্বাধীন তুমি মহারাষ্ট্র দেশে
তোমার বড়াই শুনি সাধু জন হাসে। ২১
পর্ব্বত জঙ্গলে থাকি করিছ ডাকাতি
অপকৃষ্ট দস্যু তুমি কিসের নৃপতি। ২২
দস্যু সহ মিলি কর দুর্ব্বল পীড়ন;
অস্ত্রীদল দেখি কর দূরে পলায়ন,

যোদ্ধার সম্মুখে তুমি দাঁড়াতে অক্ষম,
কোন্ মুখে কহ তব খ্যাত পরাক্রম ? ২৩
সূর্য্যবংশী ক্ষত্র তুমি কহিলা আপনে
তোমাকে ক্ষত্রিয় মধ্যে কেহ নাহি গণে। ২৪
অভ্যস্ত তোমার সর্ব্ব তস্করী চাতুরী
পর ধন পুর নারী কর তুমি চুরি। ২৫
যবনে তোমাকে বলে " পার্ব্বত্য ইন্দুর "
ক্ষত্রিয় কলঙ্ক তুমি, কলঙ্ক হিন্দুর। ২৬
যবনাৎ অধিক তব ঘোর অত্যাচার,
তব ভয়ে হিন্দু প্রজা করে হাহাকার। ২৭
জানিয়া শুনিয়া তব এত কদাচার
তোমাকে করিবে কেবা প্রতিনমস্কার ? ২৮
কেমনে তোমাকে দিব বসিতে আসন
ভয় পাই পাছে তুমি বধ বা জীবন। ২৯
আমাৎ ভাল বটে তব অতিথি সৎকার
নিমন্ত্রি আফ্‌জল খাঁকে করিলা সংহার। ৩০
স্বার্থের সুবিধা পেলে কহ ধর্ম্ম বাণী
অনেক কিতব হয় হেন সাধু জ্ঞানী। ৩১
নিগূঢ় দুরভিসন্ধি করিয়া দুর্জ্জন
বাহিকে সাধুর ভাব করিয়া ধারণ,

বৈরাগ্য দেখায়ে লোকে, জন্মায় বিশ্বাস,
যে করে বিশ্বাস তারে, তারি সর্ব্বনাশ। ৩২ যু
কোন্ ক্ষাত্র ধর্ম্ম তুমি বুঝাইবা মোরে,
আগে নিজে বুঝ পরে বুঝাও অপরে। ৩৩
পদবিদলিত ক্রুদ্ধ মহোরগ প্রায়
উত্তরিলা বর্গীপতি সে কটু কথায়। ৩৪
যখন আসিতে এথা করিনু মনন
তখনি কহিল মোরে পাত্র মিত্র গণ। ৩৫
“ জন্ম হেতু জয়সিংহ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্র বটে
কিন্তু কুসংসর্গ দোষে দুঃস্বভাব ঘটে। ৩৬
আজন্ম যবন সহ রাজার নিবাস,
বাল্যাবধি যাবনিক ভাষাতে অভ্যাস,
সঙ্গ দোষে যবনত্ব রাজাতে সংঘট,
যুক্তি যুক্ত নহে যাওয়া তাহার নিকট ”। ৩৭
তথাপি সদ্বংশ জাত জানিয়া তোমায়
জ্ঞাতি জ্ঞানে তব পাশে আইনু এথায়। ৩৮
পাইনু তাহার ফল কুৎসা অসম্ভ্রম
তব যোগ্য নহে হেন বাক্য অনুত্তম। ৩৯
অজ্ঞ জন যাহা শুনে সেই বাক্য ধরে
বিজ্ঞ জন সত্যাসত্য নিরূপণ করে। ৪০

বিজাতি শত্রুর মুখে মম নিন্দা শুনি
তাহাতে বিশ্বাস করে কবে কোন্ গুণী ? ৪১
নিজ মুখে আত্ম গুণ সাধু নাহি কয়
পর মুখে তার গুণ প্রকাশিত হয়। ৪২
তবু আরোপিত দোষ করিতে স্খালন
আপন কর্ম্মের আমি কহিব কারণ। ৪৩
করেছি ডাকাতি আমি নাহিক সংশয়
কিন্তু আমি নহি তবু দস্যু দুরাশয়। ৪৪
অধীন যদ্যপি চায় হইতে স্বাধীন
কর্ত্তব্য ডাকাতি তার পক্ষে কিছু দিন। ৪৫
ভগ্ন চাল সংস্কারে ঘরামি সুধীর
প্রথমেতে ছিদ্র করে দিয়া সামাতীর
সেই ছিদ্র দিয়া করে রশি সঞ্চালন
বাঁশ, খড় সঙ্গ করে সুদৃঢ় বন্ধন.
পূর্ব্বাপর দুই ছিদ্র তাহে লোপ পায়
পুরাতন চাল হয় নূতনের প্রায়। ৪৬ কু.
দালানের ছাদ ব্বতি যদি কভু ফাটে
ফাটালে ঢালিলে রেতী কভু নাহি আটে। ৪৭
বিজ্ঞ শিল্পী ভাঙ্গে আরো ফাটার দুধার
দুমুষে পিটিয়া রেতী করে সংস্কার। ৪৮

সর্ব্ব কার্য্যে চিরকাল এই নীতি সার
বেণী না ভাঙ্গিলে নহে ভগ্ন সংস্কার
তেমনি স্বদেশোদ্ধারে হইলে চেষ্টিত
অবশ্য করিতে হয় প্রথমে অহিত। ৪৯ যু
সিদ্ধ কাম হৈয়ে শেষে অশেষ প্রকারে
অপকার শোধ দিয়া উপকার করে। ৫০
তিন গ্রামে ছিনু আমি ক্ষুদ্র জমীদার
ধন জন অস্ত্র বহু ছিল না আমার। ৫১
চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মম স্বজাতীয়গণ
কিছু মাত্র সহায়তা করেনি তখন। ৫২
সেই হেতু ডাকা দিয়া উপার্জ্জিনু ধন
সেই ধনে সংগ্রহিনু যাহা প্রয়োজন। ৫৩
কদুপায়ে যদা মম সমৃদ্ধি হইল,
যবনে দমনে মম ক্ষমতা জন্মিল,
তখন সমস্ত হিন্দু মহারাষ্ট্রবাসী
মিলিল আমার দলে দলে দলে আসি। ৫৪
তখন হইল মম সিদ্ধ মনস্কাম
জিনিনু যবন সহ প্রকাশ্য সংগ্রাম। ৫৫
বিবিধ উপায়ে করি স্বদেশ উদ্ধার
করিনু ধর্ম্ম উন্নতি উন্নতি প্রজার। ৫৬

ত্যজ্য সাধ্যে আমি কারো বধি নাই প্রাণ
নাশি নাই আমি কোন হিন্দুর সম্মান। ৫৭
ক্ষত্রিয়ের সার ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। ৫৮
শুভদ্বেষী ধর্ম্মনাশী পাপিষ্ঠ যবন
বধিয়াছি ছলে বটে তাদেরি জীবন। ৫৯
ঈদৃশ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সাধিত
ডাকাতি কি প্রবঞ্চনা নহে অনুচিত। ৬০
ধর্ম্ম লোপ শাস্ত্রলোপ যার অত্যাচারে
নাহি পাপ কোন মতে বধিলে তাঁহারে। ৬১
তবে বৃথা নিন্দা কেন করিছ আমার
কি হেতু যবনাৎ মন্দ মম ব্যবহার। ৬২
অপ্রসিদ্ধ নহে এই মহারাষ্ট্র দেশ
মলয় অচল নহে জঙ্গল বিশেষ। ৬৩
পুরাণে বিখ্যাত এই মহারাষ্ট্র ধাম
বরঞ্চ অশ্রুতপূর্ব্ব আম্বেরের নাম। ৬৪
জিনিতে এদেশ ইচ্ছা করে সর্ব্বজন
এদেশের অধিকারী আছিল যবন। ৬৫
উদ্ধারিনু দেশ আমি নিজ ভুজবলে
নহি আমি গুপ্ত রাজা মরু বা জঙ্গলে। ৬৬

অস্ত্রী দেখি দূরে আমি করি পলায়ন
স্পষ্ট মিথ্যা এই বাক্য জানিও রাজন্। ৬৭
প্রবল আদিল শাহ বিজাপুর পতি
প্রথম সংগ্রাম মম তাঁহার সংহতি। ৬৮
বিক্রান্ত গোলকুণ্ডার কুতুব্শাহী ঘর
তাহার সহিত মম দ্বিতীয় সমর। ৬৯
প্রবল মহামোগল মত্ত বাহুবলে
লইনু বিস্তীর্ণ রাজ্য জিনি সে মোগলে। ৭০
যা যায় মোগল জলে ফিরিঙ্গীর ডরে
মম রণ তরি দেখি তারা ভয় করে। ৭১
জলে স্থলে পরাজিয়া পর্টুগীজ গণে
স্বাধিকার বৃদ্ধি করিলাম নানা স্থানে। ৭২
বারম্বার জিনিলাম ফরাসী ইংরাজ
লুঠিলাম ফিরিঙ্গীর অনেক জাহাজ। ৭৩
মম সহ যুদ্ধে ফিরিঙ্গীর সাধ্য নাই
অবরোধ করেছিনু নগর বোম্বাই। ৭৪
তব আক্রমণ হেতু আইনু ফিরিয়া
ছাড়িনু ফিরিঙ্গী গণে রাজস্ব লইয়া। ৭৫
নিন্দে মোরে মিথ্যাবাদী অরাতি যবন
তাহাতে বিশ্বাস তব নহে সুশোভন। ৭৬

না ডরি মোগলে আমি ফিরিঙ্গী পাঠানে
আমার বিপত্তি শুধু তোমারি কারণে। ৭৭
ব্যলীক যবন সহ মম ব্যলীকতা
হিন্দু সহ আমি কভু না করি শঠতা। ৭৮
যবনের মধ্যে তব সর্ব্বদা নিবাস
সেই হেতু মোরে তুমি কর অবিশ্বাস। ৭৯
দুর্ব্বল সজ্জনে আমি না করি পীড়ন
লুব্ধ চিত্তে কভু নাহি হরি পর ধন। ৮০
নিবসে যবন রাজ্যে যত হিন্দুগণ
যবনের হিতকারী তাহাদের ধন। ৮১
আমি না লইলে তাহা লইবে যবন
যবনের সংস্থা তাহে হইবে বর্দ্ধন। ৮২
এই হেতু সদুদ্দিশ্যে আমি লুঠে লই
নতুবা হিন্দু হিংসক আমি কভু নই। ৮৩
রাজস্ব বা লোপত্র আমি যাহা কিছু পাই
ধর্ম্ম কর্ম্মে সৈন্য ব্যয়ে সমস্ত লাগাই। ৮৪
নাহি মম রম্য হর্ম্ম্য রত্ন-সিংহাসন
ব্যসন ভূষণ কিম্বা বিলাস ভবন। ৮৫
বহুব্যয় করি আমি যজ্ঞ উপাসনে
বহু দান দেই আমি পণ্ডিত ব্রাহ্মণে। ৮৬

লুপ্ত প্রায় বহু শাস্ত্র যবনাধিকারে
বহু ব্যয় করি আমি তাঁহার উদ্ধারে। ৮৭
অপব্যয়ে কভু মম নহে অর্থক্ষয়
অনর্থক নিন্দা মোরে কর মহাশয়! ৮৮
সাধুর নিকটে আমি নহি নিন্দনীয়
প্রশংসে আমাকে সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। ৮৯
আশৈশব যবনের সহিত বিবাদ
এই হেতু তারা মম করে অপবাদ। ৯০
দুর্জ্জন দুষ্কর্ম্মপ্রিয় যবন সকল
তাদের ব্যাখ্যার জান বিপরীত ফল। ৯১
তাদের নিকটে যারা অত্যন্ত নিন্দিত
পরম ধার্ম্মিক সেই মহাত্মা নিশ্চিত। ৯২
সর্ব্বদা আমাকে নিন্দা করে মুসল্‌মান
এই মম সাধুত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ৯৩
যবনে প্রশংসে যার বুদ্ধি কি চরিত
নিতান্ত পাপিষ্ঠ সেই দুরাত্মা নিশ্চিত। ৯৪
প্রত্যক্ষে আলোচি রাজন্! কার্য্য আপনার
দেখ কত অবনতি হয়েছে তোমার। ৯৫
স্বজাতির পক্ষ ত্যজি বিপক্ষেতে গতি
রাজত্ব ত্যজিয়া তব দাসত্বেতে মতি। ৯৬

তুষিতে যবনে কর সদা অপকর্ম্ম
অবিরত কর নাশ স্বজাতি স্বধর্ম্ম। ৯৭
গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যাদি দেখ অনুক্ষণ
জাতি নিন্দা ধর্ম্ম নিন্দা করহ শ্রবণ। ৯৮
ক্ষত্র হৈয়ে সহ্য কর ঈদৃশ লাঞ্ছনা
তোমার কার্য্যেতে হয় কুলের গঞ্জনা। ৯৯
দেখিয়া হীনতা তব মম দুঃখ হয়
সে হেতু প্রার্থনা করি শুন মহাশয়! ১০০
আপন গৌরব রাখ রাখ কুলমান
যবন সেবন ত্যজ ক্ষত্রিয় প্রধান। ১০১

দীর্ঘ ত্রিপদী।

তদ্বাক্য নিঃশেষ মাত্র জয়সিংহ তুলি গাত্র
সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিলা;
এস মহারাষ্ট্রেশ্বর! আসন গ্রহণ কর
বুঝিলাম তুমি যা বলিলা। ১
উভয়ে সম্ভাষা করি পরস্পর হাতে ধরি
একত্রে বসিলা দুই জন

সদ্ভাবে আম্বের পতি প্রয়োগে স্বীয় যুকতি
কহে নিজ কার্য্যের কারণ। ২
শাস্ত্রে উপদেশ ভরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা
যুক্তিতে ও তাহাই সঙ্গত ;
ঐক্যহীন অস্ত্রহীন বল ভাগ্য যার ক্ষীণ
তারা হয় পর পদানত। ৩
কলি কালে মুসল্‌মান অদ্বিতীয় বলবান
ভাগ্যবান অধিক গণন ;
ধরাতলে দেশ যত তাহাদের পদানত
আজ্ঞাকারী ভবে সর্ব্বজন। ৪
যত দেশে যত বীর হতগর্ব্ব নতশির
এবে সবে ইস্লামীর কাছে ;
হিন্দু বৌদ্ধ কি খৃষ্টান তার ভয়ে কম্পমান
তুল্য তার জগতে কে আছে ? ৫
পুরাণে আছে লিখিত কলিকালে সুনিশ্চিত
" যবন পীড়িতা মহী হবে ;
অবশ্য সম্ভাব্য যাহা চেষ্টায় খণ্ডিতে তাহা
কে সমর্থ হইয়াছে কবে ? ৬
শুনি ভবিষ্যের বাণী কত শত মহা প্রাণী
খণ্ডিবারে করেছে যতন ;

কিন্তু কে পেয়েছে ফল ব্যর্থ যত্ন সে সকল
দৈব বাণী হয়েছে পূরণ। ৭
বল বুদ্ধি চেষ্টা শ্রম করি সর্ব্ব অতিক্রম
ভাগ্য আর দৈব বলবান ;
ভাগ্যে যার থাকে যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহা
যত্নাযত্নে নহে তার আন। ৮
তবে মোরা চেষ্টা করি কেমনে খণ্ডাতে পারি
পুরাণের অখণ্ড্য বচন ?
তবে করি উচ্চ লোভ লাভ কষ্ট, মনঃক্ষোভ
নষ্ট হবে ধন, প্রাণ, জন। ৯
তুমি ভাব মনে মনে দুর্ব্বল মোগল গণে
সে তোমার অতি মাত্র ভ্রম ;
সকলেই পরাক্রান্ত যবন সর্ব্ব দুর্দ্দান্ত
মোগলেরা তাহে শ্রেষ্ঠতম। ১০
তারা থাকে দিল্লীপুরে তুমি থাক অতি দূরে
সেই হেতু পার নি জানিতে ;
যদি তারা আসে সবে তাদের সহ আহবে
কারো সাধ্য নাহি অবনীতে। ১১
চিতোরের রাণা গণ যবন বিপক্ষে রণ
দীর্ঘকাল করিয়া সাহসে

অবশেষে হতবল বুঝিয়া চেষ্টা বিফল
অধীনতা স্বীকারিল শেষে। ১২
দেখিয়া বিষম কাল বুঝিয়া নিজ কপাল
পরাধীনে থাকি অনুদ্যোগী
যবনের সেবা করি তার আজ্ঞা শিরে ধরি
তিক্তৌষধি খায় যথা রোগী। ১৩
যবন বিবিধ জাতি পরস্পরে দ্বিষ্ট অতি
সদা বৈর মোগল পাঠানে;
সে হেতু মোগল রাজ্যে কখন উন্নত কার্য্যে
বিনিয়োগ না করে আফ্‌গানে। ১৪
পাঠান বিদ্রোহ ভয়ে তুষ্ট রাখে হিন্দুচয়ে
স্বার্থ লোভে সে মহামোগল;
আমরা সুবিধা দেখি মোগলের পক্ষে থাকি
বৃদ্ধি করিয়াছি দল বল। ১৫
পাদশাকে কন্যা দিয়া তৎ সেনা পতি হইয়া
কিম্বা হৈয়ে তাঁহার উজির
নিরস্ত করি পাঠান বর্দ্ধিনু হিন্দুর মান
হিন্দুধর্ম্ম রাখিলাম স্থির। ১৬
পাদশা বটে যবন কিন্তু দেখ হিন্দুগণ
যবনাৎ নহিল অবনত

মোগল সাম্রাজ্য মাঝে যত জমিদারী আছে
সমুদায় হিন্দু হস্তগত ;
কৃষক শিল্পী বণিক শরাফ * যত ধনিক
হিন্দু সর্ব্ব, ক্বচিৎ মুসল্‌মান,
হিন্দু করে শুবাদারী হিন্দু শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী
হিন্দু হয় খাজাঞ্চী দেওয়ান। ১৭। যু
বিধর্ম্মী বিদেশ বাসী দিগ্বিজয়ী যদি আসি
অন্য দেশ করে অধিকার
অধীন বিজিত জাতি নষ্ট হয় কষ্টে অতি
সহ্য করে নানা অত্যাচার। ১৮
কিন্তু রাজ্যে মোগলের নাহি ক্ষয় হিন্দুদের
বরং বৃদ্ধি হইল প্রচুর
বদ্ধ অধীনতা পাশে কোন জাতি কোন দেশে
সুখী হয় নাই এত দূর। ১৯
যবনের অত্যাচার প্রবঞ্চনা অবিচার
যে সকল করিলা বর্ণন
সে সব পাঠান কৃত মোগলেরা কদাচিত
করিয়াছে হিন্দুর পীড়ন। ২০

---

* শরাফ=যাহারা নগদ টাকা বা সোনা রূপার দ্রব্যের ব্যবসা করে।

মোগলে বিধর্ম্মী জ্ঞানে যদি হিংস মুসল্‌মানে
পাপ তব হইবে নিশ্চয়
প্রাণীগণ শিবরূপী সকলেই হয় পাপী
যদি হিংসা করে প্রাণীচয়। ২১
হিন্দুর করি অনিষ্ট যবন যদি পাপিষ্ঠ
তদনিষ্টে হিন্দুও তদ্রূপ ;
হেন কোন্ শাস্ত্রে বিধি পাপ করে হিন্দু যদি
রহিবে নিষ্পাপ তবু, ভূপ ! ২২
যে পাপ উপায় করি বধিয়া যবন অরি
উদ্ধারিলা মহারাষ্ট্র ভূমি,
অবশ্য তাহার ফলে নিন্দিবে লোক সকলে,
পরকালে কষ্ট পাবা তুমি। ২৩
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণ প্রশংসে তব যেমন
ঠিক তথা দুষ্ট মুসল্‌মানে
তাদের মোল্লা মৌলবী আর যত গোঁড়া কবি
হিন্দুঘাতী বলিয়া বাখানে। ২৪
যবনে ভাবি নিকৃষ্ট যদি তুমি হিংসাবিষ্ট
নাহি ইষ্ট সে হিংসা ঈর্ষায় ;
দৈব বড় করে যারে তুমি ব্যর্থ অহংকারে
কি সাহসে তুচ্ছ ভাব তায়। ২৫

ত্যজিয়া অলীক ভ্রান্তি স্থাপন করহ শান্তি
পাদশার লইয়া শরণ
পাদশার যাবে রোষ ক্ষমিবে তোমার দোষ
হবে সর্ব্ব বিপত্তি মোচন। ২৬
জ্ঞাতি জানি মম পাশে আইলা সাহায্য আশে.
আমি তব করিব সাহায্য ;
মধ্যস্থ হইয়া আমি শমিব মোগল স্বামী
তোমারি থাকিবে তব রাজ্য। ২৭
অল্প কিছু কর দিয়া অধীনতা স্বীকারিয়া
মোচিয়া মোগল বন্দীগণ,
পাদশার অনুগ্রহ ভোগ তুমি অহরহ ;
রাজ্য কর আমরা যেমন। ২৮

— —

পয়ার।

গম্ভীর অনুচ্চ স্বরে বর্গীর ঈশ্বর
জয়সিংহ প্রোক্ত বাক্যে করিলা উত্তর। ১
বুঝিনু এখন তুমি হিতৈষী আমার
তার জন্য ধন্যবাদ করি শত বার। ২
কিন্তু মম হিতে তুমি কহিলা যে কথা
বাধ্য আমি সে কথার করিতে অন্যথা। ৩

আমার প্রতিজ্ঞা এই কহি তব স্থানে
না করিব সখ্য কভু যবনের সনে। ৪
যবনের উৎপত্তির কহি ইতিহাস
বর্ণিলা মহাভারতে যাহা বেদব্যাস। ৫
ভারতে ক্ষত্রিয় যদি পাপিষ্ঠ হইত
হইত সিন্ধুর পারে তারা নির্ব্বাসিত। ৬
ব্রাহ্মণের উপদেশ বিনা হতজ্ঞান
পাপিষ্ঠ যবন জাতি তাদের সন্তান। ৭
সিন্ধুর পশ্চিমে দেশ বিখ্যাত পারস্য *
যবনে করিত তত্র ডাকাতি প্রকাশ্য। ৮
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ হইয়া প্রবল
অধিকার করেছিল সে দেশ সকল। ৯
পটচ্চর, গজানন, কাম্বোজ প্রভৃতি
গান্ধার, বালুকা স্থান, শাল্ল, হিরাবতী
বাহ্লীক, সমরখণ্ড, আর কাশগড়,
উত্তর কৌরব রাজ্য তাহার উত্তর
সোমবংশ সংস্থাপিত এ সকল স্থান
হয়েছিল ক্রমে সভ্য ভব্য ভাগ্যবান। ১০। কু

* পারস্য দেশের প্রকৃত অর্থ (সিন্ধোঃ পারস্য দেশ) সিন্ধুর পরপারবর্ত্তী দেশ।

রাজাদের সুশাসনে যবন দুর্দ্দান্ত
হয়েছিল ক্রমে অধিকাংশ সভ্য শান্ত। ১১
অবশিষ্ট অল্প যারা ছিল দুর্বিনীত
বিতস্তার তীরে তারা হৈল নির্ব্বাসিত। ১২
স্নান করি যবনেরা বিতস্তার জলে
সৎসঙ্গের গুণে সাধু হইল সকলে। ১৩
যে পাপ ত্যজিয়া তারা হইল ধার্ম্মিক
জন্মিল পিশাচ তাহাৎ বহী আর ঈক। ১৪
সে পিশাচদ্বয় দিয়া নানা কুমন্ত্রণা
যবন কতক সঙ্গী করিল আপনা। ১৫
বহী ঈক সঙ্গে যত পাপিষ্ঠ যবন
পশ্চিমে নব পারস্য করিল স্থাপন। ১৬
সমস্ত যবন জাতি তাদের সন্তান
মূর্ত্তিমান পাপ রূপী যত মুসলমান। ১৭
যবন উৎপন্ন পাপাৎ সদা পাপ করে
বীজাঙ্কুর সম উৎপাদয়ে পরস্পরে। ১৮
কপট, লম্পট, শঠ, হিংস্রক, নিষ্ঠুর
আত্মম্ভরী অত্যাচারী বিলাসী প্রচুর
নির্লজ্জ যবন জাতি পাপের আশ্রয়
তাদের প্রশংসা কিসে কর মহাশয়! ১৯ যু

বিশেষতঃ আলম্গীর যবনে অধম
তাহার সহায় তুমি কেন নৃপোত্তম ! ২০
হিন্দু সহ বন্ধু ভাব করিল মোগল
স্বার্থ হেতু যবে তারা আছিল দুর্ব্বল। ২১
মোগলের রাজপাট এবে দৃঢ়ীভূত
এবে তত প্রিয় পাত্র নহে রাজপুত। ২২
হিন্দু দ্বেষী পাদশাহ এবে আলম্গীর
দেওয়ান যবন তার যবন উজির। ২৩
যাবত জীবিত তুমি আর যশোবন্ত
রহিবে আলম্গীর শান্ত সে পর্য্যন্ত। ২৪
তার পরে আরম্ভিবে অশেষ উৎপাত
হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু প্রজা করিতে নিপাত। ২৫
সময় থাকিতে আমি কহি যুক্তি সার
চেষ্টা কর যাহে হয় যবন সংহার। ২৬
দাহ্য বিনা অগ্নি হয় আপনি নির্ব্বাণ
যবন বিনাশে পাপ হবে তিরোধান। ২৭
মরুক যবন গণ আমাদের হাতে
সহমৃত হৌক পাপ যবনের সাথে। ২৮
যে কার্য্যে নিষ্পাপ হবে সমস্ত ধরণী
অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা তব নৃপমণি ! ২৯

উপায়ের ভাল মন্দে কোন্ প্রয়োজন
সদুপায় সেই, যাহে সৎকর্ম্ম সাধন। ৩০
রোগ শান্তি যাহে হয় সেই মহৌষধি
দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন হয় বিধি। ৩১
বিকারের রোগী যদি পায়সান্ন খায়
পুষ্টি না হইয়া সেই যমালয়ে যায়। ৩২
সে সময়ে প্রাণ রক্ষা করে হলাহল
অবস্থা বিশেষে দেখ বিপরীত ফল। ৩৩
এখন ভারত রুগ্ন যবন বিকারে
নষ্টব্য বিকার তার যে কোন প্রকারে। ৩৪
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের রক্ষণ,
প্রজার পালন আর ব্রাহ্মণ পোষণ,
এই চারি ক্ষাত্রধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে
সাধনীয় সেই ধর্ম্ম ছলে কিম্বা বলে। ৩৫। যু
হিন্দু হৈতে মুসল্মান নহে বলবান
নহে বুদ্ধিমান তারা নহে সাবধান। ৩৬
অনেক দৃষ্টান্ত তার দেখেছি সম্মুখে
নহে যোগ্য হেন বাক্য রাজপুত মুখে। ৩৭
অধিকন্তু শস্ত্র যুদ্ধে দেখহ রাজন!
কায়িক বলের হয় অল্প প্রয়োজন। ৩৮

ভাগ্য আর দৈব মানে কাপুরুষ জন
উপায়েতে কার্য্যোদ্ধার করে জ্ঞানীগণ। ৩৯
ভাগ্যে কিম্বা দৈবে কর্ম্ম যদ্যপি হইত
ঈপ্সিতার্থ লাভে তবে চেষ্টা কে করিত ? ৪০
হস্ত পদ আদি যন্ত্র বুদ্ধি আর বল
চেষ্টার সামগ্রী ধাতা দিলেন সকল। ৪১
সে সকল যথোচিত কর ব্যবহার
যোগ্য ইচ্ছা তাহে হবে অবশ্য উদ্ধার। ৪২
বিধি দত্ত সে সকল দ্রব্য অবহেলি
যদি পুনঃ ভীক্ষ করে দেও দেও বলি,
হেন জনে কভু কিছু নাহি দেন ধাতা
অপব্যয়ী জনে দান দেয় কোন্ দাতা। ৪৩ ।যু
শারীরিক মানসিক চেষ্টায় যদ্যপি
অপারগ হয় কেহ কার্য্যেতে তথাপি,
দৈব শক্তি প্রার্থী হৈতে সেই বটে পারে
দেবকুল অনুকূল হৈতে পারে তারে। ৪৪ । যু
তাই বলি মহারাজ ! চেষ্টা কর তবে
প্রকৃষ্ট করিলে চেষ্টা কার্য্য সিদ্ধি হবে। ৪৫
ঠিক জান মহারাজ ! মম অনুমান
ভাগ্যে কিম্বা দৈবে বলী নহে মুসল্‌মান। ৪৬

সাহস উৎসাহ ঐক্য উদ্যোগ দৃঢ়তা
পঞ্চ গুণে মুসল্‌মান লভিল শ্রেষ্ঠতা । ৪৭
নব ধর্ম্মে নবোৎসাহে অসভ্য আরব
জিনেছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অংশ সব । ৪৮
এখন তাদের দেখ গিয়াছে সে দিন
নব ধর্ম্ম নবোৎসাহ হয়েছে প্রাচীন । ৪৯
হয়েছে ইটালি স্পেনাৎ তাড়িত যবন
সে দেশের ফিরিঙ্গীরা স্বাধীন এখন । ৫০
হয়েছে ইটালি স্পেনাৎ তাড়িত যবন
সে দেশের ফিরিঙ্গীরা স্বাধীন এখন । ৫০
ম্লেচ্ছে যাহা পারে তাহে ক্ষত্রিয় সন্তান
অপারগ যদি, তবে বড় অপমান । ৫১
ভারত ঐশ্বর্য্য ভোগে বিলাসী যবন
পূর্ব্ব সম তেজোবীর্য্য নাহিক এখন । ৫২
এ সময়ে মোরা দৃঢ় চেষ্টা যদি করি
অনায়াসে স্বস্ব রাজ্য উদ্ধারিতে পারি । ৫৩
অতএব মহারাজ ! প্রার্থনা আমার
ধর্ম্ম রক্ষা কর করি যবন সংহার । ৫৪

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কহিলা আম্বের পতি শুনিনু তব যুকতি
সে সকল হিংসা সমুদ্ভূত
কদুপায়ে করে কর্ম্ম না হয় তাহাতে ধর্ম্ম
বরং তাহাৎ হয় ধর্ম্ম চ্যুত। ১
চুরি করি আনি ধন করিলে দেব পূজন
কোন্ পুণ্য তাহে হৈতে পারে?
শুন নৃপ গুণনিধি এ নহে হিন্দুর বিধি
সিদ্ধ ইহা যবন আচারে। ২
বিশেষতঃ জ্ঞান তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি
যবনেরা শ্লিষ্ট পরস্পর?
কিন্তু মোরা যে মুহূর্ত্তে আরম্ভিব ঐকমত্যে
যবনের সহিত সমর,
সমস্ত যবন জাতি অম্‌নি হয়ে এক পাঁতি
আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াবে;
বুঝ রাজা মহাবল! না হবে তবে মঙ্গল
যা আছে বরঞ্চ তাহা যাবে। ৩ যু
দেখিয়া স্পেন ইটালি যদ্যপি উৎসাহশালী
ভারত উদ্ধারে তুমি ব্যস্ত,

উভয়ে ভিন্নতা কত নহে তুমি অবগত
আমি কহি বৃত্তান্ত সমস্ত। ৪
অনুর্ব্বর সেই দেশ সুখদ নহে বিশেষ
রাজ্য তত্র নহে প্রার্থনীয়
দ্বিতীয়ে তদ্দেশীগণে বিদেশীয় জেতৃ জনে
করতে পারে কুটুম্ব আত্মীয়। ৫
অসভ্য তার্তার দল জিনি সে দেশ সকল
যখন করিল অধিকার
আদিম নিবাসী যত বিস্তর হইল হত
অপরে সহিল অত্যাচার। ৬
ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে বিবাহ প্রদানাদানে
জিত জেতা হইল মিশ্রিত
হইল সহানুভূতি একধর্ম্মী একজাতি
উভয়ে হইল একত্রিত। ৭
অল্প সংখ্য মুসল্‌মান করিয়া অভিনির্যাণ
রাজ্য তত্র করিল স্থাপন।
অনেক ঈশাই ধরি স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করি
নিজ ধর্ম্ম চেষ্টিল বর্দ্ধন। ৮
সে ঈশাই গণ নিত্য বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত

ইস্‌লামীর চেষ্টা তথা সকলি হইল বৃথা
নব ধর্ম্ম বৃদ্ধি না পাইল। ৯
হ্রস্বতেজা মুসল্‌মান হৈতে মাত্র ঐক্যবান
ফিরিঙ্গীরা হৈয়ে সমুত্থিত
মুসল্‌মানে স্বদেশাৎ তাড়াইল অচিরাৎ
স্বাধীনতা করিল সাধিত। ১০
পুনঃ কোন মুসল্‌মান হয় নাই ধাবমান
সে সকল দেশ জিগীষায় ;
সেই জন্য ফিরিঙ্গীর স্বাধীনতা আছে স্থির
রক্ষিত সাগর পরীখায়। ১১
কিন্তু দেখ নৃপাগ্রণী ! ভারত সুখের খনি
জগতের মধ্যে লোভনীয়
ভারত ঐশ্বর্য্য ভোগী হইতে সবে উদ্যোগী
সর্ব্বকালে সকল দেশীয়। ১২
ভূতে কিম্বা বর্ত্তমানে ইরাণে কি ইউনানে
রোমে কিম্বা আরবে তুরাণে
যত দিগ্বিজয়ী বীর করেছে সংকল্প স্থির
স্বরাজ্য স্থাপিতে হিন্দুস্থানে। ১৩
বারম্বার হিন্দুগণ করিয়াছে নিবারণ
অবশেষে দৈবের ইচ্ছায়

দুষ্ট মহম্মদ গোরী জিনে নিল দিল্লী পুরী
পৃথুরাজে বধি শঠতায়। ১৪
তদবধি এক বংশ হৈতে না হইতে ধ্বংস
এসে পড়ে অপর যবন।
এক যায় অন্যে আসে নাহি স্বার্থ একনাশে
অন্যত্র কি হয়েছে এমন? ১৫
যেন বরষার জল সিক্ত রাখে ধরাতল
পুনঃ পুনঃ শত বরষণে
প্রখর ভাস্কর করে যতই শোষণ করে
ততোধিক বর্ষে নব ঘনে;
তেমনি ভারত ভূমি ইতিহাসে দেখ তুমি
নিমজ্জিল যবন প্লাবনে
হারি শত শত বার না মানিল অবহার
অবশেষে জিনে নিল রণে। ১৬। যু
বহু শত্রু হয় যার কভু রক্ষা নাহি তার
অসভ্যবিজিত যথা রুম
অতি ক্ষুদ্র ঘুন কীট কাটিতে কাটিতে বিট
নিপাতিত করে মহাদ্রুম। ১৭
গিয়াছে সৌভাগ্য কাল এবে আমাদের ভাল
মোগলের সঙ্গে দিয়া যোগ

পাঠানে জিনিয়া রঙ্গে মোগলের সঙ্গে সঙ্গে
কথঞ্চিত সুখ করি ভোগ। ১৮
স্বজনে করিতে পর আমরা সদা তৎপর
পরজনে না করি আত্মীয়
স্বধর্ম্মে বিধর্ম্মী জনে অনিচ্ছু মোরা গ্রহণে
আমাদের তবে কিসে শ্রেয়? ১৯
তাই শুন বর্গীরাজ ত্যাগ করি বৈর কাজ
মিল তুমি মোগলের সহ
সেব তুমি শান্তি ধর্ম্ম কর পারত্রিক কর্ম্ম
দেহ মন দিয়া অহরহ। ২০

অমিতাক্ষরা।

নবোদ্যোগে স্পৃহাহীন বৃদ্ধ রাজপুত,
বন্ধুভাবে বর্গীরাজে উপদেশ দিয়া,
বাক্য সম্বরিলা, ক্ষুব্ধ আম্বেরাধিকারী। ১
সপদি উত্তর দিলা শান্তর কুমার—
জ্ঞাতিত্বে বীরত্বে আর বয়সে বিদ্যায়
পিতৃ সম মান্য তুমি আমার নিকটে ;

তব উপদেশ আমি না হেলিব কভু
সটীক করিয়া যদি বুঝাও আমারে। ২
দেশ কাল পাত্র ভেদে কর্ত্তব্য যে কাজ
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা জাত দিলা উপদেশ;
ইহকালে পরকালে হিতকর যাহা
ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচিয়া কহিলা সকল;
শুনিনু বিস্তর কিন্তু অত্যল্প বুঝিনু
অনক্ষর মূর্খ আমি বুঝিব কেমনে
অনুগ্রহে পুনরায় দেও বুঝাইয়া। ৩
হিন্দুর পরম শত্রু যবন নিকর
ধন প্রাণ মান ধর্ম্ম রাজ্য আর সুখ
হরেছে হরিছে যারা সদা হিংসাবশে
তৎসহ বন্ধুতা মম কেমনে সম্ভবে?
আমাদের পুরাতন জ্ঞাতিগণ কত
শূরত্বে সাধুত্বে আহা! অতুল জগতে
যবন কাপট্যে হায়! নিহত অকালে।
তাহাদের অস্থি রাশি থাকি ভূমিতলে
অহর্নিশি ডাকে যেন প্রতিহিংসা তরে:
জীবিত যে সব হিন্দু এখনো ভারতে
জর্জ্জরিত যবনের অত্যাচারে তারা।

হিন্দু কুলে জন্ম যার ক্ষত্রিয় শোণিতে
পারে কি ধরিতে ধৈর্য্য দেখে শুনে এত ?
অধৈর্য্যে অথচ নহে সেবা সুসম্ভব
কেমনে যবনে তবে সেবা করি আমি ?
মোদের যে সব দিন অতি শোচনীয়
যবনের শুভ পর্ব্ব সেই সব দিন ;
সিন্ধু দেশ যে দিন যবন হস্তগত
জয়পাল পরাজিত যে দিনের রণে,
বন্দী যদা পৃথুরাজ অদ্বিতীয় বীর,
নিহত কনৌজরাজ যে দিনে সংগ্রামে,
ত্বদীয় পূর্ব্ব পুরুষ নৃপতি প্রতীপ
যে দিন যবন কৃত বীর শয্যাশায়ী,
পতিত আজ্‌মীর দিল্লী কান্যকুব্জ যবে
লুণ্ঠিত মথুরা কাশী পাটনা চিতোর,
সেই সব যবনের মহোৎসব দিন।
হই যদি যবনের সেবা ব্রতী আমি,
সে উৎসবে যোগ দিব আমি কি প্রকারে ?
উৎসবে না দিলে যোগ থাকে কি সখ্যতা ?
ধর্ম্মদ্বেষী দুরাশয় যবন নিকর,
বিশেষতঃ আলম্‌গীর যবনের চূড়া,

পিতৃ দ্রোহী ভ্রাতৃঘাতী পুত্র বিনাশক,
সর্ব্ব পাপ সমাশ্রিত প্রকৃত যবন
ঘোর অমঙ্গলরূপী সে মহামোগল
দূরে থাকুক্ সেবা তার দর্শনে পাতক
তার সেবা নরকের প্রশস্ত সরণী।
ভৃত্য যদি হই আমি তুষিতে পাদ্শাহে
ধর্ম্মদ্বেষী পাদশাহ আদেশিবে মোরে
ভাঙ্গিতে দেব বিগ্রহ দেবের মন্দির,
ধ্বংসিয়া হিন্দুর রাজ্য তদ্রাজ্য বর্দ্ধনে
পারি কি পালিতে আমি তাদৃশ আদেশ?
বরঞ্চ বসিব বনে বনচর সনে,
ফল মূল পত্রাশনে কাটাব জীবন,
অথবা ত্যজিব প্রাণ কষ্টে অনাহারে,
যবনে সেবিয়া সুখ না চাহি তত্রাপি;
জ্ঞানী হৈয়ে কহ কেন অজ্ঞানের প্রায়
তব যোগ্য নহে হেন বাক্য অনুত্তম।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় যবন সেবনে,
ধর্ম্ম উপদেশ তুমি বৃথা দেও মোরে।
কহ দেখি কোন্ ধর্ম্ম আচরিলা নিজে?
নিজের চরিত্র তুমি দেখ মহারাজ!

পরজন্য জ্ঞাতি হিংসা কর অবিরত
হিন্দুরাজ্য জয় করি দেও মুসলমানে
নিত্য পাপ বৃদ্ধি হয় যবন আশ্রয়ে।
দ্বিতীয় বেদের প্রায় ব্যাসের ভারত
তাঁহে উক্ত বন পর্ব্বে যুধিষ্ঠির বাণী
পরকার্য্যে জ্ঞাতি বধ অখণ্ড্য পাতক"
কুলের কলঙ্কে সুখী কুলাঙ্গার জন
হউক সহস্র দোষী জিঘাংসুক জ্ঞাতি
তথাপিও রক্ষিতব্য ব্রীড়াৎ পরকৃত"।
কহিলা এখনি তুমি আপনার মুখে
পরস্পর দ্বিষ্ট যত পাঠান মোগল
একীভূত হবে সবে হিন্দুসহ রণে।
দেখে শুনে এ সকল তুমি, মহীপতি!
না হৈয়ে জ্ঞাতির পক্ষ, বিপক্ষ কি হেতু?
পাণ্ডবের শত্রু ছিল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
দীর্ঘকাল আছে বৈর মোগলে পাঠানে,
কদাচ নাহিক বৈর তোমায় আমায়;
পরকৃত জ্ঞাতি ব্রীড়া অসহিষ্ণু তারা
রক্ষিতে অরাতি জ্ঞাতি যদি চেষ্টান্বিত,
তুমি কেন অনাহূত আততায়ী মম?

তোমার স্বজাতি চায় হইতে স্বাধীন,
এই অপরাধ বুঝি ভাবি গুরুতর
এসেছ বিনাশে মম, তুষিতে মোগলে ?
হেন কর্ম্মে কোন্ ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্রে আছে ?
কত কাল স্বর্গ ভোগ এ পুণ্যের ফলে ?
তব উপদেশ মতে বধিয়া তোমাকে,
তুষ্ট করি আমি যদি আদিলে কুতুবে,
কহ তাহে স্বর্গ লাভ হবে কি আমার ?
বরষার জল সম যবন নিকর
পুনঃ পুনঃ আক্রমিয়া সোণার ভারত
বটে বটে দীর্ঘকাল রেখেছে প্লাবিত ;
কিন্তু সে বর্ষার জল শুষ্ক হয় কালে
সৌর করে বাষ্প হৈয়ে উঠে জল রাশি ;
আমরা করিলে চেষ্টা একান্ত হৃদয়ে
অবশ্য যবন কুল পাইবে বিলয়,
আবার ভারত হবে স্বাধীন প্রধান।
পুরুষ অর্থের দাস খ্যাত চরাচরে,
স্বার্থ লোভে অন্ধ হয় বিজ্ঞতম জন।
কিন্তু তব কোন্ স্বার্থ মহারাষ্ট্র জয়ে ?
জিনিলে সংগ্রাম তুমি, কহ মহীপতি !

হবে কি তোমারি রাজ্য মহারাষ্ট্র দেশ ?
ব্যাধের কুকুর যথা প্রভু প্রচোদিত
ধায় বেগে মৃগ পানে উৎসাহে গর্জ্জিয়া ;
প্রবল যদ্যপি মৃগ, মরে সে কুকুর
অক্ষত অবাধে ব্যাধ ফিরে যায় ঘরে।
বধে মৃগে যদি কষ্টে বিজয়ী কুকুর,
সপদি আসিয়া ব্যাধ লইয়া শিকার,
বিক্রয়ে তন্মাংস চর্ম্ম পোষে পরিবার ;
অখাদ্য বা অবিক্রেয় অস্থি মাংস যাহা
কুকুরের ভাগ্যে লাভ তাই মাত্র ঘটে।
এ যুদ্ধে তোমার সেই কুকুরের দশা।
হারিয়া বর্গীর রণে মর যদি তুমি
মোগলেরা কিছু মাত্র না গণিবে ক্ষতি ;
বরঞ্চ হইবে তুষ্ট দুষ্ট আলমগীর।
অথচ জিনিলে তুমি, মোগলাধিকারী
অধিকার করিবেক রাষ্ট্র সমুদায়
লোপত্রের অত্যল্প অংশ মাত্র পাবে তুমি।
কেন কর জ্ঞাতি বধ এত ক্ষুদ্র আশে,
গৃহছিদ্র কেন তুমি দেখাও মোগলে ?
গৃহভেদী জ্ঞাতি শত্রু শত্রুর প্রধান

নিগূঢ় সন্ধান নাহি জানে অন্য জন ;
বিভীষণমন্ত্রণায় নষ্ট লঙ্কা-পুরী,
যোধপুর আম্বেরের নৃপতি কারিত
চিত্রগড় নিপতন রাণার দুর্দ্দশা।
সেই ভাব মনে ধরি নাশিতে আমারে
এসেছ কি এই বার তুমি, ক্ষত্রপতি ?
যবনাধিকৃত হৈলে মহারাষ্ট্র পুনঃ
ভাব দেখি এ দেশের হবে কি দুর্দ্দশা ?
আজি দেখ ধর্ম্ম কর্ম্মে রত সর্ব্বলোক
দান ধ্যান পূজা ব্রত শান্তি স্বস্ত্যয়নে ;
আজি শুন বেদধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে,
মন্দিরে মন্দিরে আজি দেখ দেবার্চ্চনা ;
ধূপ ধূমে হবির্গন্ধে পরিপূর্ণ দেশ,
অন্তর্হিত পূতিগন্ধ স্বাস্থ্যহানিকর ;
প্রাপ্ত দানে দ্বিজ গণ অন্য চিন্তা হীন
শাস্ত্রালাপে বিদ্যাদানে কাটিছে সময় ;
আজি দেখ কুলবালা অনিরুদ্ধগতি
স্বেচ্ছাক্রমে বিচরিছে নির্ভয় হৃদয়ে ;
যথা কালে মেঘ গণ বিতরিছে বারি
ধন ধেনু ধান্যে পূর্ণ রাজ্যে সুখী প্রজা।

কল্য যদি অত্র হয় যবনাধিকার
ভাঙ্গিয়া মন্দির তারা গড়াবে মস্‌জীদ ;
দুরাশয় মোল্লা গণ বসি তদুপরি
কণ্ঠ অধোভাগ হৈতে দাঁড়কাক সম
করিবে বিকৃত স্বরে বিকট চীৎকার।
সুমধুর সামগান, শাস্ত্র আলোচনা,
যজ্ঞ ব্রত স্বস্ত্যয়ন, হবে অপ্রচার ;
কসাই দোকান হবে চতুষ্পাঠী যথা ;
হত হবে প্রতিদিন শত শত ধেনু
দুষ্প্রাপ্য হইবে ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর ;
অন্ধকারে অন্তঃপুরে বদ্ধা কুলবালা,
দৃষ্টি সুখে প্রবঞ্চিতা পোষা পাখী সম
অজ্ঞানে কাটাবে কাল সদা কষ্টে ভয়ে,
বলাৎকৃতা হবে সতী সুন্দরী যদ্যপি।
বাধ্য হৈয়ে জাতি ভ্রষ্ট হবে কত লোক
ভজিবেক আল্লা চাল্লা ত্যজিয়া মহেশ
পুণ্য ভূমি মহারাষ্ট্র পূর্ণ হবে পাপে।
পৃথিবী হরিবে শস্য, পর্জ্জন্যে সলিল,
হাহাকারে প্রজা গণ কাঁদিবেক দেশে।
নিঃস্বার্থ হৃদয়ে তুমি চিন্ত মহীপাল !

এ সব পাপের তুমি হেতুভূত বটে ;
সহায়তা অপরাধে অপরাধী তুমি ;
অবশ্য পাপের অংশ অর্শিবে তোমাতে ;
কি করিবা প্রায়শ্চিত্ত সে পাপ খণ্ডনে ?
ঘুচিবে কি সেই পাপ চন্দন ফোটায়
অথবা তুলসী মালা দোলাইলে গলে ?
তপ ব্রত যজ্ঞ তুমি কর অকারণ,
বৃথা জপ হরি নাম তুমি দিবানিশি,
কাটিয়া বৃক্ষের মূল শিরে সেচ জল,
হিন্দু হৈয়ে কর তুমি হিন্দু ধর্ম্ম নাশ,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি সংসারে ?
কুক্ষণে জনম তব হিন্দুর শোণিতে,
শুনি সত্য তিরস্কার না করিও ক্রোধ,
কর বা না কর ক্রোধ ত্যজি প্রাণ ভয়
কহিব উচিত কথা মনের সন্তাপে ;
কুক্ষণে জনম তব হিন্দুর শোণিতে,
কুগ্রহেতে বল বীর্য্য বুদ্ধিমত্তা তব,
দুর্দ্দৈবে ধরিলা অস্ত্র তুমি নরপতি।
বাহু বলে করে লোক ধর্ম্মের উন্নতি,
স্বদেশের মুখোজ্জ্বল, স্বজাতির হিত,

কিন্তু তুমি মহাবীর জন্মি হিন্দু কুলে
করিলা আত্যন্ত হায় ! বিপরীত তার ;
ধর্ম্মদ্বেষী বিজাতির হইয়া সহায়,
বাঁধিলা হিন্দুর কেশ যবনের পদে
ভরিলা স্বজাতি রক্তে যবন খর্পর ।
ধিক তব পরাক্রমে ধিক তব প্রাণে
মরিলে জঠরানলে মাতৃগর্ভে তুমি,
না হইত হিন্দুদের ঈদৃশ পতন
না হইত হেন গ্লানি কভু ক্ষত্র কুলে ।
রহিবে যাবত পৃথ্বী আর ইতিহাস
ঘুষিবে কলঙ্ক তব সমস্ত ধরায়,
শাশ্বত নরক ভোগ এ পাপে নিশ্চিত ।
এই বেলা মহারাজ ! হৈয়ে সাবহিত
কর্ম্ম চণ্ডালত্ব তব ঘুচাও যত্নতঃ ;
স্বধর্ম্ম স্বদেশোদ্ধার করি প্রাণপণে
নিপচন কর তুমি পূর্ব্বকৃত পাপ,
যোগ্য হও পুনর্লাভে স্বর্গ আর যশ ;
নতুবা গঞ্জনা খলু ইহ পরকালে ।

দিলির খাঁর প্রবেশ।

পয়ার।

হেন কালে অবহেলি দ্রুত দ্বাররক্ষে
সহসা দিলির আসি পশিল সে কক্ষে। ১
বর্গীপতি বাগুন্মুখ জিহ্বা করে স্থির
জয়সিংহ অমনি ভাব ধরিল গম্ভীর। ২
পূর্ব্বে যেন হৈতে ছিল সন্ধির প্রস্তাব
সেই ভাবে কহে কথা ত্যজি পূর্ব্ব ভাব। ৩
দিলির নিকটে আসি সেলাম জানায়
প্রতিসম্ভাষণ করে জয়সিংহ রায়। ৪
হাতে ধরি রাজা তারে বসাইল পাশে
অসময়ে আগমের কারণ জিজ্ঞাসে। ৫
উত্তরিল দিলির খাঁ বিনীত বচনে
আইলাম মহারাজ! তোমাকে দর্শনে। ৬
বহু দিনাবৎ দিলির খাঁ শিবজীকে জানে
স্থির নেত্রে বক্র দৃষ্টি করে তার পানে। ৭
চিনিল, শিবজী এই নহে অন্য জন,
ক্রোধে খাঁ হইল যেন দীপ্ত হুতাশন। ৮

দেখিয়া নিরস্ত্র শত্রু দুর্জ্জয় কাফের
কাটিতে কোমর হৈতে খুলিল শাম্‌সের । ৯ *
করিতে শিবজী প্রতি অস্ত্র নিস্ফালন
হাত ধরি জয় সিংহ জিজ্ঞাসে কারণ । ১০
শিবজী দেখিলা এবে বিপদ বিষম
কেমনে বাঁচাই আমি জীবন সম্ভ্রম । ১১
লৌহ দণ্ড এক গোটা ছিল নিপতিত
তাহা নিয়া শাহু স্থত হইল সজ্জিত । ১২
দিলির কহিল রাজা ! কর অবধান
দূত নহে এই দুষ্ট বর্গীর প্রধান । ১৩
ধরিতে আইলা যারে এই বটে তিনি
তোমাকে দিয়াছে ধোঁখা কিন্তু আমি চিনি । ১৪
ছদ্ম বেশে আসিয়াছে দুরভিসন্ধিতে
হাত ছাড়, ছাড় দ্বিধা ইহাকে কাটিতে । ১৫
দুরন্ত ডাকাত এই কাফর বদ্‌মাশ
নিরস্ত্র আগত স্বতঃ ভাগ্যে তব পাশ । ১৬
ইহাকে বিনাশ করি যুদ্ধ কর শেষ
জয়োল্লাসে চল দেশে শেষ হৈল ক্লেশ । ১৭

* শাম্‌সের—সুদীর্ঘ তরবারি বিশেষ ।

লঘু ত্রিপদী।

জয় সিংহ কয়; এ উচিত নয়, অত্যাচার অভ্যাগতে
অতিথি যে বাসে তাহার বিনাশে মহা পাপ শাস্ত্র মতে। ১
বেদে বাইবলে, বৌদ্ধে তাই বলে, কোরাণে, পুরাণে তাই
এ সার নিয়মে কোন ধর্ম্ম ক্রমে মতের ভিন্নতা নাই। ২
হোক এই দূত কিম্বা শাহু সুত তাহে কোন্ প্রয়োজন
যদি যোগ্য পণ করে এ অর্পণ করিব সন্ধি বন্ধন। ৩
যোগ্য যাহা নহে যদি তাহা কহে অসম্মত হব তায়
লইয়া বাহিনী মহারাষ্ট্র জিনি সন্তোষিব পাদশায়। ৪
সর্ব্ব সেনা সনে যে আসিলে রণে অনায়াসে জিনিতে পারি
খাঁ সাহেব! বল হবে কোন্ ফল তাহাকে অন্যায়ে মারি। ৫
নিরস্ত্র যে জন তাহাকে নিধন নীচ জল্লাদের কর্ম্ম
বন্দী কিম্বা দূতে, শরণ আগতে বধ নহে ক্ষাত্র ধর্ম্ম। ৬
আমি রাজপুত ক্ষত্রিয় এ দূত বাপ্পারাও বংশোদ্ভব
শাঠ্য জাল পাতি নাশিব স্বজাতি কেমনে ইহা সম্ভব। ৭
তোমার যুকতি কাফেরের প্রতি অত্যাচারে ধর্ম্ম হয়
আমি এর জাতি এ আমার জ্ঞাতি মম যুক্তি তাহা নয়। ৮
শত্রু কিম্বা মিত্র যে কোন চরিত্র লইলে মম শরণ
রক্ষা করি তারে যে কোন প্রকারে সদা করি প্রাণ পণ। ৯

আমার সাক্ষাতে আমার রক্ষিতে হিংসা না করিতে দিব
বৈরভাব ত্যজ শান্তিসুখ ভজ সর্ব্বথা হইবে শিব। ১০
দিলির কহিছে মোরে না সহিছে শত্রু সহ মৈত্র তব
তুমি নিজে হিন্দু বর্গী তব বন্ধু ডাকাত তব বান্ধব। ১১
আছে শত্রু অন্য সামান্য অগণ্য এ নহে তেমন অরি
এরাজ্য লুণ্ঠক ইস্‌লাম হিংসক এরে কিসে ক্ষমা করি। ১২
করি ধর্ম্মজিদ ভাঙ্গিল মস্‌জিদ্ এ দুষ্ট বর্গী পাষণ্ড
ভয়ে যত মোল্লা নাহি বলে আল্লা বর্গী-পাছে করে দণ্ড। ১৩
যদি আলম্‌গীর হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গি ফেলে কদাচিত
অম্‌নিএ শিবাজী ভূত ভক্ত পাজী দর্গাভাঙ্গে সুনিশ্চিত। ১৪
মুসল্‌মান সহ হিংসা অহরহ করে এ হারাম জাদা
সুব্যক্ত কোরাণে এ শত্রুনিধনে হইবে পুণ্য যেয়াদা। ১৫
ইহাকে বিনাশ করিতে নির্যাস পাদশার আজ্ঞা আছে
স্বজাতি ভাবিয়া দিবা কি ছাড়িয়া কুশত্রু পাইয়া কাছে? ১৬
ভৃত্য তার নাম পরের গোলাম চাকর কুকুর সম
ভৃত্যের উচিত করে প্রভুহিত না মানি কোন নিয়ম। ১৭
যাহার আজ্ঞায় এয়েছ এথায় যার প্রতিনিধি রূপে
ওহে মহারাজ! কর তার কাজ বিনাশিয়া বর্গীভূপে। ১৮
যদি আত্ম মনে আত্মজন সনে আত্মকার্য্যে যাও কদা
বুঝি ক্ষাত্র ধর্ম্ম করিও স্বকর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারে তদা। ১৯

আসি পর কাজে স্বমত না সাজে অযৌক্তিক কেন বল
প্রতিভূ যাহার কর তদাচার তন্মতানুসারে চল। ২০
যদিভাল চাও অস্ত্র নিয়া ধাও কাফর করিতে নষ্ট
শুন মম কথা না কর অন্যথা নতুবা পাইবা কষ্ট। ২১
তব আচরণ করি বিজ্ঞাপন অবিলম্বে পাদশায়
করাইব দণ্ড কাটাইব মুণ্ড কার সাধ্য কে বাঁচায়।

পয়ার।

যখন "গোলাম হিন্দু" করিল শ্রবণ
তদবধি জয়সিংহ আছিল বিমন।
বর্গীরাজ সহালাপে উৎসাহ প্রবল
দিলিরের বাক্যে সম্বর্দ্ধিত ক্রোধানল;
রক্তবর্ণ চক্ষুকর্ণ বহে উষ্ণ শ্বাস
দেখিয়া রাজার ভাব শিবজীর হাস। ১
জলদ গর্জ্জনে রাজা কহিল দিলিরে
কি দেখাস্ ভয় তুই রাজপুত বীরে।
আপন বীরত্ব তোর পড়ে কিনা মনে
পলাইলি বারম্বার হারি বর্গী রণে।

কি করিতে পারে মম রুষিলে পাদ্‌শাহ ?
করেছি অনেক যুদ্ধ আলম্‌গীর সহ।
কাহার গোলাম আমি ? আমি নিজে রাজা
কদুক্তি করিলি তুই দেখ তার সাজা।
কোন্ গর্ব্বে ছোট মুখে এত বড় কথা
এই দণ্ডে দণ্ড করি কাটি তোর মাথা।
এত বলি রাজা তুলি নিল খাঁড়া ঢাল
দিলির রাজার মাথে হাঁকিল তরাল।
নিবারিয়া নিজ ঢালে রাজা করে ঘাত
ঢালেতে দিলির তাহা করে প্রতিঘাত।
ক্ষণকাল দুই জনে করে ঘোর রণ
দোঁহে দোহাকার অস্ত্র করে নিবারণ।
নহে ক্ষান্ত, অবিশ্রান্ত যুঝিছে রাজন
বৃদ্ধ কালে ফিরে যেন আইল যৌবন।
ক্রোধে রাজা পদাঘাত করে কটি তটে
ছিটিয়া দিলির পড়ে দ্বারের নিকটে।
লম্ফ দিয়া জয় সিংহ তারে গিয়া ধরে
কাড়ি তার খাঁড়া ঢাল নিল নিজ করে।
দাড়ী ধরি চিত করি ফেলে ভূমিতলে
পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করে নানা স্থলে।

সে দুরন্ত পদাঘাতে মুখে রক্ত উঠে
হতগর্ব্ব দিলিরের বাহু বল টুটে।
দর্প করি তার প্রতি জয় সিংহ কয়
এবে কে বাঁচায় তোরে ওরে দুরাশয় !
এই তোর ঘাড় আর এই মোর খাঁড়া
কহিতে বরঞ্চ গৌণ কার্য্য হয় ত্বরা।
দেখিয়া দিলির ছাড়ে পরিত্রাহি ডাক
শুনিয়া শিবিরে সবে হইল অবাক।
ভূরি ভোজে মোটা ভুঁরি পাঠান মোগল
উঠিতে সাজিতে লাগে এক শত পল।
অনুগত রাজভক্ত যত রাজপুত
সাজিল বিংশতি পলে যেন যমদূত।
দিলির দেখিল এ তো কার্য্য ভাল নয়
বড় সহ দ্বন্দ্ব করি জীবন সংশয়।
কি উপায়ে পারি এবে বাঁচাতে জীবন
কাফরের হাতে আজি বুঝি বা মরণ।
মনে জানি আশুতোষ রাজপুত হিয়া
কহিছে রাজার কাছে বিনয় করিয়া।
"হিন্দু মুসল্‌মানে মান্য তুমি মহারাজ !
তোমার প্রশংসা করে নৃপতি সমাজ।

তোমাকে চাকুর রাখে কাহার ক্ষমতা ;
বন্ধু ভাবে আলম্‌গীরে কর সহায়তা।
সামান্য সৈনিক আমি উভয়ের দাস
কর আজি মম প্রতি করুণা বিকাশ।
যুদ্ধে বীর বুদ্ধে ধীর ক্ষমা গুণে ক্ষিতি
দয়াগুণে দেও এই অধীনে নিষ্কৃতি।
ভৃত্য হৈয়ে প্রভুসহ করিনু কন্দল
যথাযোগ্য আমি তার পানু প্রতিফল।
এই বার যদি মোর বাঁচাও জীবন
রাজপুত সহ দ্বন্দ্বে না যাব কখন।
অপোগণ্ড শিশু মম পুত্র কন্যাগণ
একা আমি করি সবে ভরণ পোষণ।
বিগতযৌবনা মম পত্নী বয়োধিকা
সন্তান সহিত তারে কে করিবে নিকা। *
সঞ্চিত ধন বিহীন আমি অকিঞ্চন
অন্নাভাবে মরিবেক মম পোষ্যগণ।
মোরে যদি বধ তুমি ক্রোধ মদে ভুলে
কলঙ্ক রহিবে তবে রাজপুত কুলে।

* নিকা—বিবাহ। কিন্তু এই শব্দ বিধবা বিবাহেই প্রযুক্ত হয়।

আমাকে যদ্যপি তব দয়া নাহি হয়
দয়ার্হ আমার সব তনয়া তনয় ।
তাহাদেক দয়া করি মোরে কর ক্ষমা
গাইব জীবন্ত কাল তোমার মহিমা ।”
এত বলি দিলির ছাড়িল অশ্রু জল
ক্রোধ ত্যজি জয় সিংহ হইল কোমল ।
তর্জ্জনে গর্জ্জনে তারে করিয়া শাসন
রাখিল জীবন তার, করিল মোচন ।
বহুবিধ স্তুতিবাদ করিয়া দিলির
ধীরে ধীরে কক্ষদ্বারাৎ হইল বাহির ।
প্রহার ব্যথায় আর লজ্জা অপমানে
দিলির চিন্তিছে মনে প্রতিশোধদানে—
“কাফরের হাড়ে হাড়ে নিবসে শয়তান
তাই বুড়া রজপুত এত বলবান ।
লাথিতে ভেঙ্গেছে হাড় চলিতে না পারি
শুনিলে এ কথা লোকে দিবে টিটিকারী ।
বাঁচানু জীবন আজি হারাইয়া মান
শুনিলে ধিক্কার দিবে যত মুসলমান ।
তামসিক সর্ব্বজন, বন্ধু কেহ নয়
করিবেক উপহাস না হবে সহায়

মনুষ্য হইতে নহে মম উপকার
চেষ্টা করি আমি, রাখি ভরসা খোদার।
সাক্ষাতে খোদার উক্তি কোরাণে যা লেখা
বিপরীত ফল দিল মোর ভাগ্যে দেখা।
ধর্ম্মদ্বেষী মম শত্রু শিবজী কাফের
করিতে তাহাকে দণ্ড মম ভাগ্যে ফের।
প্রতিহিংসা জয় সিংহে না করিলে দান
ব্যর্থ জন্ম মম, আমি ব্যর্থ মুসলমান।
'অনুকম্পা কর মোরে রহিম রসুল!
বংশ সহ জয় সিংহে করিব নির্ম্মূল।"

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

পেয়ে কষ্ট অপমান, দিলির করে প্রস্থান,
দেখিয়া বর্গী প্রধান জয় সিংহে কহিলা;
অবধান মহারাজ! করিলা বিষম কাজ
কেন দিয়া কষ্ট লাজ দিলিরকে ছাড়িলা? ১
এ দুরন্ত বিষধরে পৃষ্ঠে পদাঘাত করে
প্রতিহিংসা লাভ তরে ছাড়া নহে উচিত;

পদাঘাত করি বক্ষে করিলা তাহারে রক্ষে
আমি দেখি জ্ঞান চক্ষে হবে তব অহিত। ২
হিংসোদ্রিক্ত মুসলমান আপনার অপমান
প্রতিশোধ দিতে দান অবশ্যই চেষ্টিবে;
করিতে হানি তোমায় পূরিত বহু নিন্দায়
পত্র লিখি পাদশায় অবশ্যই পাঠাবে। ৩
আশুতোষ তব চিত্ত সহজে হও কুপিত
ক্ষণে পুনঃ দয়ান্বিত স্তুতি বাদ শুনিয়া;
কিরূপ উদ্দেশ্য কার কিছু না করি বিচার
দিলিরে দিলা নিস্তার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া। ৪
যে হোক হয়েছে যাহা নিষ্ফল শোচনে তাহা
দ্রষ্টব্য এখন যাহা বিপৎপাত বারণে;
অবধান মতিমান! মদ্বাক্য না কর আন
হও তুমি সাবধান আত্মরক্ষা কারণে। ৫
ক্ষালন করিয়া দোষ সম্রাটে কর সন্তোষ
দিলির করি আক্রোশ কিছু কর্‌তে নারিবে;
কিম্বা নিয়া সেনাচয় কর্‌হ পৌরুষাশ্রয়
পাদশাকে তবে ভয় করিতে না হইবে। ৬
বাহ্যিকে যদি অরাতি তবু তুমি মম জ্ঞাতি
স্বভাব জাত সম্প্রীতি পরস্পর অকাট্য;

সে হেতু ক্ষত্রিয় স্বামী কহিনু যা বুঝি আমি
কার্য্য কর বুঝি তুমি যবনের কাপট্য। ৭

পয়ার।

সন্ধি।

উত্তরিলা জয় সিংহ রাজা মহামতি
উত্তম বলিলা তুমি মহারাষ্ট্র পতি।
এখন আমারো মনে এই যুক্তি লয়
কর্ত্তব্য যে কোন মতে যবনের ক্ষয়।
পাপেতে যবনোৎপন্ন পাপেতে প্রবল
সদাচার তার সহ নিতান্ত নিষ্ফল।
ধর্ম্মযুদ্ধ করি মোরা যবন সহিত
থাকিতে সাহস বল তবু পরাজিত।
দ্রষ্টব্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম ধার্ম্মিকের সনে
যবন দমন নহে ধর্ম্ম আচরণে।
সদাচারে শান্ত কভু না হয় দুর্জ্জন
"শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ" কহে কবিগণ।
"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" বুঝিলাম সার
বিষেতে কর্ত্তব্য নষ্ট বিষজ বিকার।

সাদৃশ্য চিকিৎসা বিধি সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট
যবনের প্রতি তাহা প্রযুজ্য বিশিষ্ট।
আপনার দল বল বৃদ্ধি কর তুমি
সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলাম আমি।
মিলিবেক যশোবন্ত মম অনুরোধে.
স্বেচ্ছায় মিলিবে রাণা করণীয় বোধে।
চারিজন একপক্ষ হইলে নিশ্চয়
অনায়াসে যবনের হবে পরাজয়।
যাবৎ না হৈয়ে উঠে সম্পন্ন উদ্যোগ
তাবৎ সন্ধি করি তুমি কর শান্তি ভোগ।
করিব ত্বৎসহ সন্ধি সহজ নিয়মে
না হবে তোমার ক্ষতি তাহে কোন ক্রমে।
অথচ তাহাতে তুষ্ট হবে আলম্‌গীর
আমার প্রতিজ্ঞা তাহে থাকিবে সুস্থির।
ভোগ কর রাজ্য তুমি তাপ্তীর দক্ষিণে
নামে মাত্র পাদশার থাকিয়া অধীনে।
তব অধিকৃত স্থান তাপ্তীর উত্তরে
অদ্যাবধি ছাড়ি দেও দিল্লীর ঈশ্বরে।
ষোল লক্ষ মুদ্রা দিবা বর্ষে বর্ষে কর
সম্রাটের সাহায্যার্থে রহিবা তৎপর।

নিজনামে মুদ্রা আর না কর প্রকট
খেলাত লইতে যাও পাদ্‌শার নিকট
পাদশার মিত্র সহ না করিও রণ
মুসল্‌মানে না করিবা কভু উৎপীড়ন।
নিযাম্‌শাহী রাজ্যে তব পিতা শাহুজীর
পূর্ব্বে ছিল যে সকল নিষ্কর জাগীর
সে সকল প্রত্যর্পিত না হইবে আর
চতুর্থাংশ কর তুমি পাবা সে সবার। খু
দুপক্ষীয় বন্দী গণ সপ্তাহাভ্যন্তরে
মুক্তি দিয়া প্রত্যর্পণ কর পরস্পরে।
তোমার সৈনিক কিম্বা তব প্রজাগণ
যদ্যপি মোগল রাজ্য করয়ে লুণ্ঠন,
পূরিতে হইবে তব সে সকল ক্ষতি
এই পণে হবে সন্ধি শুন বর্গীপতি। খু
তোমার সম্মতি যদি হয় এই পণে
পাঠাই মঞ্জুর জন্য সম্রাট সদনে।"

বিনয়ে শিবজী পুনঃ জয়সিংহে কহে
পরামর্শ অনুরূপ কার্য্য ইহা নহে।
যবন দমনে যদি উৎসুক আপনি
তৎকার্য্য সাধন চেষ্টা কর্ত্তব্য এখনি।

মম সহ সন্ধি তবে কি হেতু বন্ধন
আদিলের সহ যুদ্ধে কোন্ প্রয়োজন ?
মিষ্ট বাক্যে জয়সিংহ কহে বর্গীরাজে !
বিচারিয়া হাত দিবে গুরুতর কাজে।
না জিজ্ঞাসি প্রথমতঃ রাথোরে রাণায়
প্রকাশিতে নাহি পারি নিজ অভিপ্রায়।
বিশেষতঃ এবে আমি ভৃত্য পাদশার
পাপী হব যদি করি কার্য্য হানি তার।
পাপ করিয়াও এবে নাহিক সুফল
বিদ্রোহী হইলে এবে অনিষ্ট কেবল।
বিশেষতঃ পণ মম আছে আজীবন
যা কহিব অবশ্য তা করিব পালন।
পাদশার কাছে আমি দিয়াছি বচন
আদিলে তোমাকে আমি করিব দমন।
কোন মতে মম বাক্য না হবে ব্যত্যয়
বিদ্রোহ করিব পরে দেখে সুসময়।
নিজে আমি রাজা, নহি প্রজা পাদশার
স্বরাজ্যে পাদশার আমি নাহি ধারি ধার।
কর্ম্ম ত্যজি যদি আমি নিজ রাজ্যে যাই
পাদশার বাধ্যতা মম কিছু মাত্র নাই।

দিল্লী হৈতে তুমি এথা আসিলে ফিরিয়া
যোগাড় করিব আমি নিজ রাজ্যে গিয়া।
যশোবন্ত, রাণা সহ করিয়া মিলন
মোগলের সহ আরম্ভিব ঘোর রণ।
আরম্ভিবা তদা রণ তুমিও এথায়
সবে মিলি পর্য্যুদস্ত করিব পাদশায়।
আদিলে কুতুবে তুমি না ভাব আপন
হিন্দুর বিপক্ষ জান সমস্ত যবন।
মোগলের পক্ষে থাকি মোগল সহায়ে
নিরস্ত করিব অগ্রে এ যবন দ্বয়ে।
দিল্লিরের শত্রুতায় নাহি মম ভয়
লিখুক পাদশাহে তাঁর যাহা মনে লয়।
সত্যঙ্কার রূপে তব রহিলাম আমি
নির্ভয়ে পাদশার কাছে দিল্লী যাও তুমি।
তদ্বাক্যে সম্মতি দিলা শাহুর কুমার
সেই স্থানে সন্ধি পত্র হইল স্বাক্ষর।
শিবজী শিবিরে গেলা মলয় অচলে
পুরন্দর অবরোধ ত্যজিল মোগলে।
মুক্ত হৈল উভয় পক্ষের বন্দীগণ
যুদ্ধ অন্তে সুখ শান্তি হইল স্থাপন।

তনয় দয়িতা মাতা ভৃত্য গুরুজন
সব সহ বর্গীরাজ করিলা মিলন।
মুক্ত হৈলা রৌসিনারা দুই বর্ষ পর
সাংযাত্রিক সহ চলে পিতার গোচর।
বিজাপুর জয়সিংহ চলে আক্রমণে
শিবজী উদ্যোগী যেতে সম্রাট সদনে।
স্বীকার করিয়া সন্ধি, মধুর বচনে
আলমগীর নিমন্ত্রিল শাহুর নন্দনে।
বিবিধ কারণ বশে শিবজী চতুর
জয় সিংহে আধি রাখি চলে দিল্লীপুর॥

ইতি শ্রীমহামোগলকাব্যে জয় সিংহ নাম
তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।
